ইউক্রেনের বিমানবাহিনী প্রধানকে বরখাস্ত করলেন জেলেনস্কি

সারে-জমিন

রাজ্যের নতুন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ

রূপসী বাংলা

গাজায় ইহুদি বসতি, সুদীর্ঘ দখলদারির প্রয়াস

সম্পাদকীয়

একজন আধ্যাত্মিক দার্শনিক আল কিন্দি

রবি-আসর

এগিয়ে থেকেও ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হল মোহনবাগানের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৬ ভাদ্র ১৪৩১
২৬ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 237 ■ Daily APONZONE ■ 1 September 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

পরিযায়ী শ্রমিক হত্যা নিয়ে সরব হলেন সেলিম

আপনজন ডেস্ক: হরিয়ানার চরখি দাদরিতে গোমাংস রান্নার কথিত অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানা এলাকার বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় সামাজিক গণমাধ্যমে সরব হলেন বাম নেতা মোহাম্মদ সেলিমা শনিবার নিজস্ব টুইটার ওয়ালে দৈনিক আপনজন পত্রিকার সংশ্লিষ্ট পেপার কাটিং শেয়ার করে লেখেন, 'দারিদ্র্য ও বেকারির জ্বালা এই বাংলার বুকে। রুজির খোঁজে পরিযায়ী হরিয়ানায়। দেশে সাম্প্রদায়িক ঘৃণার রাজনীতির চাষ। বাংলা-বাঙালী-দরিদ্র-মুসলমান বিরোধী শক্তি লাগাতার 'বাংলাদেশী/রোহিঙ্গিয়া' তকমা দিয়ে হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে আনছে। রাজ্য সরকার ও রাজ্যের জনপ্রতিধিরা কোথায়?' শনিবার বাম নেতা মুহাম্মদ সেলিম রাজ্য সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে বিভিন্ন সংখ্যালঘু মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে এ নিয়ে।

গোরক্ষকদের থামাতে পারে কার সাধ্যি: হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: চরখি দাদরি হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি শনিবার বলেছেন, গ্রামবাসীরা গরুকে শ্রদ্ধা করে। তাই যদি তারা কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাহলে 'তাদের থামাতে পারে কার সাধ্যি।'। পশ্চিমবাংলার পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে গোমাংস রান্নার কথিত অভিযোগে গোরক্ষকদের দ্বারা পিটিয়ে হত্যা করা নিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী যদিও এও বলেছেন, এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটা উচিত নয়। জনগণকে এই ধরনের কাজে জড়ানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

সাংবাদমাধ্যম এএনআইকে তিনি বলেন, গণপিটুনির মতো কাজ করা ঠিক নয়। কারণ গোরক্ষার জন্য বিধানসভায় কঠোর আইন করা হয়েছে এবং এ নিয়ে কোনও আপস করা হয়নি।. তাই এই ধরনের কাজ করা অনুচিত। উল্লেখ্য, ২৭ আগস্ট গোমাংস রান্না করা হয়েছে এই সন্দেহে চরখি দাদরির বস্তিতে থাকা কাগজ কুড়ানোর কাজে লিপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীন পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে পিটিয়ে হত্যা করে একদল গোরক্ষক।

যদিও এই ঘটনায় গোরক্ষক অভিযুক্ত অভিষেক ওরফে শকা, রবিন্দর ওরফে কালিয়া, মোহিত, কমলজিৎ ও সাহিল ওরফে পাপ্পি সহ সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত দুই নাবালক-সহ পাঁচজনকেই হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বাধরার ডেপুটি পুলিশ সুপার ডিএসপি ধীরজ কুমার বলেছেন, পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নতুন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সক্রিয়ভাবে মামলাটি নিয়ে তদন্ত করছে।

বাসন্তীর নিহত শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা বিডিও ও বিধায়কের

নকীব উদ্দিন গাজী ও চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বাসন্তী

আপনজন: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে গোরক্ষকদের হাতে মৃত্যু বাসন্তীর যুবক সাবির মল্লিকের বাড়িতে প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়করা দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। হরিয়ানায় গোমাংস রান্না করার কথিত অভিযোগে গোরক্ষকরা পিটিয়ে হত্যা করেছে বাসন্তীর বল্লারটপ এলাকার বাসিন্দা সাবির মল্লিককে। শুক্রবারই সাবিরের দেহ ফেরে বাসন্তীর বাড়িতে। ঘটনার খবর পেয়েই শনিবার বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার যান বল্লারটপ গ্রামে। কথা বলেন মৃতের পরিবারের সাথে। পাশাপাশি ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পরিবারের হাতে তুলে দেন তিনি। বিডিও বলেন, "এই এলাকার এক পরিযায়ী শ্রমিক হরিয়ানায় কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের পাশে সরকার রয়েছে। সেই বার্তা দিতেই ওনাদের বাড়িতে এসেছিলাম।" এছাড়া, এদিন দুপুরে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল নিজেও যান বল্লারটপ গ্রামে। কথা বলেন মৃতের পরিবারের সাথে। ব্যক্তিগত ভাবে কিছু আর্থিক সাহায্যও করেন বিধায়ক। তিনি বলেন, হরিয়ানায় আইনশৃঙ্খলার এতটাই অবনতি যে শ্রমিককে পিটিয়ে মারছে প্রকাশ্যে।

বাঙালি শ্রমিক হত্যার নিন্দা হরিয়ানা সিপিএমের

আপনজন ডেস্ক: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক চরখি দাদরিতে তথাকথিত গোরক্ষকদের কর্মীদের দ্বারা পশ্চিমবাংলা পরিযায়ী শ্রমিককে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনায় গভীর শোক ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সুরেন্দ্র সিং এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার জন্য বিজেপির রাজনীতিকেই দায়ী করেছেন। রাজ্যে ১০ বছরের বিজেপি শাসনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গোরক্ষা ও ধর্মীয় রক্ষার নামে সশস্ত্র স্কোয়াড গঠন করে তাদের সরকারি ও প্রশাসনিক সুরক্ষা দেওয়া হয়। বস্তিতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারের উপর গো মাংস খাওয়ার সন্দেহের ভিত্তিতে নির্মম হত্যা করা হয়েছে। দলের দাবি, এই অপরাধে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে ডাতে অপরাধীরা আর সাহস না পায়। এছাড়া নিহতের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিজেপি শাসনে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলেও অভিযোগ সিপিএমের।

১৪ বছর পর মাদ্রাসা সার্ভিসের গ্রুপ ডি পদে পরীক্ষা আজ

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশে নিয়োগের ক্ষেত্রে তৎপরতা গ্রহণ করেছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ২০১০ সালের সংশ্লিষ্ট পদের জন্য আবেদন করা চাকরি প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ২০২৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১৪ বছরের ব্যবধানে আজ রবিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষায় বসছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৭৩ হজার ৯৭৮ জন ছেলে মেয়ে। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে মাদ্রাসাগুলিতে গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের জন্য প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয় । পরীক্ষায় বসেন প্রায় পাঁচ লক্ষ ছেলে মেয়ে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হন ৯৮ হাজার ৫৫৫ জন। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১১ সালের মার্চ মাসে সফল ৯৮ হাজার ৫৫৫ জনের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। তার পর প্রায় ১৪ বছর কেটে গেলেও ফল জানতে পারেননি পরীক্ষার্থীরা । সংশ্লিষ্ট ওই পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠে, পরে এই নিয়ে অনেক মামলাও হয় আদালতে, বিচারাধীন বিষয় হওয়ায় মামলাগুলির নিষ্পত্তির আগে বন্ধ ছিল নিয়োগ প্রক্রিয়াও। কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি চলাকালীন মাদ্রাসা বোর্ডের তরফ থেকে ফের পরীক্ষা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল । তা খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট । সম্প্রতি বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ ওই পরীক্ষার ফলাফল তিন মাসের মধ্য প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে ।

কমিশনের পক্ষ থেকে ১লা আগস্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয় আগামী ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট 1st SLST(NT) Group-D পরীক্ষার নিয়োগ পদ্ধতি সমাপ্ত করতে চলেছে। সেই সঙ্গে জানানো হয়, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন দ্বারা আয়োজিত '1st SLST (NT)-Group-D'-এ 28.11.2010 তারিখে অনুষ্ঠিত Preliminary Screening Test-এ যে ৭৩৯৭৮ জন প্রার্থী যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও 29.05.2011 তারিখের লিখিত পরীক্ষা দিতে পারেননি তাদের ১সেপ্টেম্বর ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন দ্বারা পরিচালিত লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। প্রশ্ন উঠছে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল ৯৮ হাজার ৫৫৫ জনের মধ্যে ২৪ হাজার ৫৭৭ জনের পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও একই সাথে বাকি ৭৩ হাজার ৯৭৮ জনের পরীক্ষা কেন নেওয়া হয়নি।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

বিশ্বভারতীতে নতুন উপাচার্য বিনয় সরেন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ফের নূতন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হলেন আদিবাসী অধ্যাপক বিনয় কুমার সরেন। ২০২৩ সালে ৮ ই নভেম্বর স্থায়ী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এখনো পর্যন্ত তিনবার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম কোন আদিবাসী অধ্যাপক ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পথ গ্রহণ করলেন। তাই উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হয়েছিলেন কলাভবনের অধ্যক্ষ সঞ্জয় কুমার মল্লিক। ফের বিশ্বভারতী নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী বর্ষিয়ান কর্ম সমিতি সদস্য পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ অরবিন্দ মন্ডল ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হন । এবার তার মেয়াদ শেষ তাই এবার বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হলেন পল্লী শিক্ষা ভবনের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বিনয় কুমার সরেন।

রাজ্যের নতুন মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য সচিবের দায়িত্ব নিচ্ছেন ১৯৯১ ব্যাচের আইএএস অফিসার মনোজ পন্থ। এতদিন তিনি রাজ্যের শেষ দপ্তর ও জল সরবরাহ দপ্তর এর অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। শনিবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়, বর্তমান মুখ্য সচিবের দায়িত্বে থাকা বিপি গোপালিকা এই দিন অবসর নিচ্ছেন। তাই রাজ্যের পরবর্তী মুখ্য সচিবের পদে স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন মনোজ পন্থ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বি পি গোপালিকা মুখ্য সচিব পদে আরো তিন মাস দায়িত্ব সামলান সেই আর্জি জানিয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছে। কিন্তু সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস সেই আর্জিতে বেঁকে বসেন। এদিকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শুক্রবারে জানিয়ে দেওয়া হয় বিপি গোপালিকাকে আর অতিরিক্ত তিন মাস মুখ্য সচিবের দায়িত্ব সামলানোর বিষয়টিতে সম্মতি দিচ্ছে না দিল্লি।

হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন

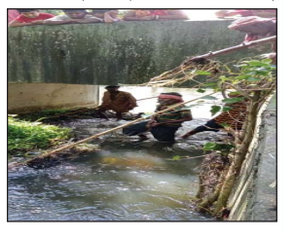

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: ডিভিসি জল ছাড়ায় হুগলীর চন্ডীতলার মশাট -জঙ্গলপাড়া কিছু এলাকায় বাড়িতে ও কৃষিজমি জলমগ্ন হতে বসেছে! এই পরিস্থিতি সামাল দিতে হুগলী জেলা পরিষদ -চন্ডীতলা ১ পঞ্চায়েত সমিতি ও স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েত এর সেচ দপ্তর স্থানীয় খাল পরিষ্কারকরণে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। দেখভাল করেন চন্ডীতলা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মলয় খাঁ সহ সহকারী সভাপতি সনৎ সানকি সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হরিদাস পাল সহ স্থানীয় কৃষ্ণরামপুর গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য সদস্যাগণেরা। সেচ দপ্তরের উদ্যোগে এই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় এলাকাবাসী খুশি।

অপরাধীদের ফাঁসি চেয়ে পথে তৃণমূলের অবস্থান-বিক্ষোভ

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: অপরাধীদের গ্রেফতার ও এ ফাঁসি চেয়ে পথে তৃণমূলের অবস্থান-বিক্ষোভ মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের কুলি চৌরাস্তা মোড়ে। আর জি কর-কান্ডে আদালতের ভক্ষায় নির্দেশে সিবিআই তদন্তভার। নেওয়ার পর ১৯ দিন অতিক্রান্ত। গতি এতগুলো দিন কেটে যাওয়ার পর। নায়েত আর জি কর-কাণ্ডে দোষীদের সি বি আই গ্রেফতার করতে না পারার। শেষ প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে ফাঁসির দাবিতে।
শনিবার বড়ঞা ব্লকের উত্তরের তৃণমূল সভাপতি গোলাম মোর্শেদর জজ। নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি মিছিল করা হয়েছে। এদিন কুলি চৌরাস্তা স্টেট ব্যাংক থেকে শুরু হয় মিছিল। তৃণমূল কর্মীদের হাতে প্ল্যাকার্ড মধ্যে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। কুলি চৌরাস্তা মোড়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। কুলি চৌরাস্তা মোড়ে হয়ে সেই মিছিলটি শেষ হয় কুলি বাজারে । প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে প্রতিবাদ-মিছিল ও ও অবস্থান বিক্ষোভ হাজারো বেশি মানুষ পা মেলায় এই মিছিলে । বড়ঞা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোলাম মুর্শিদ জজ, সহ অন্যান্যরা। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপ্যায়ের নির্দেশে সপ্তাহব্যাপী ব্লকস্তরে - প্রতিবাদ মিছিল এবং অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হয়েছিল তৃণমূল। আরও একবার তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের বিচার চেয়ে পথে নামল রাজ্যের শাসক দল।
এ বিষয়ে বড়ঞা ব্লকের উত্তরের সভাপতি গোলাম মুর্শিদর জজ জানা বলেন, ‘তরুণী চিকিৎসকের হত্যার ঘটনাকে আমরা তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই।

দেগঙ্গার সভায় বিধায়ক রহিমা সহ জেলা নেতৃত্ব

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে শনিবার রাজ্যের ব্লকে ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস আর জি করের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ মিছিল করে।এর ব্যতিক্রম নয় উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন আর জি করের মর্মান্তিক কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্তের গাফিলতি,বিজেপি চক্রান্ত করে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার বিরুদ্ধে এবং দোষীদের ফাঁসির দাবীতে দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ধরনা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলো। শনিবার বিকালে দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার মফিদুল হক সাহাজির ডাকে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূল কর্মীরা বেড়াচাঁপা বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে চন্দ্রকেতুগড় পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন।তিনি ছাড়াও এই প্রতিবাদ মিছিলে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রহিমা মন্ডল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। এই প্রতিবাদ মিছিল শেষে এক সভায় বিধায়ক রহিমা মন্ডল বলেন, আমাদেরই ঘরের এক সন্তানের উপর পাশবিক অত্যাচার করে হত্যা করেছে। আমরা অপরাধীর ফাঁসি চাই। যতদিন না ফাঁসি হচ্ছে ততদিন আমাদের এই আন্দোলন চলবে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার মফিদুল হক সাহাজি বলেন,আমরা সেই সিবিআইয়ের কাছে দ্রুত বিচার চাই। আমরা চাই অবিলম্বে দোষীদের ফাঁসি।

ফাঁসির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ মগরাহাটে

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: আর জি করে দোষীদের শাস্তির দাবিতে ও ধর্ষণের সাজা ফাঁসি আইন প্রণয়নের দাবিতে দলের নির্দেশ মতো শনিবার বিকালে মগরাহাট ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস অবস্থা বিক্ষোভে বসে মগরাহাট ২ নং ব্লক অফিসের সামনে। শনিবার বিকালে মগরাহাট ২ নং ব্লক সভাপতি সেলিম লস্করে নেতৃত্বে মগরাহাট ২ নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা অবস্থা বিক্ষোভ করে। এদিন অবস্থা বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিধায়িকা নমিতা সাহা, মগরাহাট ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সেলিম লস্কর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। বিধায়িকা নমিতা সাহা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চায় দেশে ধর্ষণের সাজা ফাঁসি আইন হোক কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি সরকার সেই আইন আনতে পারবে না কারন ওদের নেতারা বেশির ভাগ ধর্ষণ কেসে চুক্ত।সেজন্য কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ধর্ষণ কেসে ফাঁসির সাজা আইন না আনলেও আমাদের রাজ্যে ধর্ষণের সাজা ফাঁসি আইন করা হয়ে আগামীদিনে এমনটাই চিন্তা ভাবনা চলছে।

সব সিভিক ভলেন্টিয়ার তো খারাপ নয়: ফিরহাদ হাকিম

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আইন হচ্ছে ।বাড়ি করতে গেলে অনেক সময় মাস্তানি হয়। আমরা এখন বলে দিয়েছি লক বুক করতে হবে। যদি কিছু ফের বদল করা হয়। ছোটখাট কিছু হলে রুল ২৬ প্রয়োগ হবে। কোথায় যাওয়ার দরকার নেই। অনেক সময় ধরে নিয়ে আসতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। ৪০১ তখন করা হবে যখন কিছু বড় বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। ৪০১ না মানলে ৪০৮ হবে। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ধর্মতলাতে একটা টয়লেট আছে সেটা বন্ধ। সেটা দেখাশুনা পিডবলুডি করে। বিল্ডিং সামগ্রী অনেক জায়গায় রাস্তায় পড়ে থাকার জন্য জল জমে যাচ্ছে। অনেক সময় স্টোন চিপের জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে। তার জন্য সবাইকে নোটিশ দিয়ে বলতে হবে। রাস্তায় কোনো রকম বালি, পাথর ফেলা যাবে না। বিল্ডিং হচ্ছে সেটা খুলে কাজ করা যাবে না। ১০০% চট দিয়ে ঘিরে নির্মাণের কাজ করতে হবে। আর উপরে জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। বিপদজনক বাড়ির ক্ষেত্রে কভার করে কাজ করতে হবে। সিঙ্গেল ইউজ কারখানা অনেক জায়গায় চলছে। সেটা আমরা জানিয়ে ছিলাম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। কিন্তু এখনো অনেক জায়গায় বেআইনি প্লাস্টিক উৎপাদনের কাজ চলছে। ৭৭.৮৩,%ডেঙ্গি , ম্যালেরিয়া ৫৪.২৩% রয়েছে । পুজোর সময় সমস্ত ক্লিনিক খোলা থাকবে। টেস্টিং খোলা থাকবে। আরজি কর কান্ডে সিভিক ভলেন্টিয়ার ধর্ষণ করেছে বলে ডিএনএ টেস্টে রিপোর্ট এসেছে। ধর্ষকের ফাঁসি চাই।এটাই তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বার বার চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন। দ্রুত আইন করতে হবে। মোট সিভিক ভলান্টিয়ার কত, জানতে হবে। সব সিভিক ভলান্টিয়ার খারাপ তো নয়। সব সাংবাদিক খারাপ নয়। মুখ ফসকে বলে ফেলেন সাংবাদিক সারদায় গ্রেফতার হয়েছে। রোজ ভ্যালিতে গ্রেফতার হয়েছে। সব পুলিশ কি খারাপ। মানুষের মধ্যে ভালো ও থাকতে পারে, খারাপ ও হতে পারে। তার মানে এটা নয় যে, সবার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে যাবে, বলেন ফিরহাদ হাকিম।

নৈতিকতা রক্ষায় প্রচার অভিযান জামায়াতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ‘‘নৈতিকতাই স্বাধীনতার ভিত্তি’’ – এই শিরোনামে দেশজুড়ে এক অভিনব ক্যাম্পেইন চালাবে জামাআতে ইসলামী হিন্দ। আগামী কাল ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত সারা মাসব্যাপী সব রাজ্যে এই সময়োচিত প্রচারাভিযান চলবে। সেই উপলক্ষে শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামাআতের সর্বভারতীয় সেক্রেটারি রহমাতুন্নেসা, রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান, রাজ্য সেক্রেটারি মশিউর রহমান, রাজ্য মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি মঞ্জুরা খাতুন, বিভাগীয় রাজ্য সেক্রেটারি শাদাব মাসুম, মিডিয়া সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান, ড: সাবা তাজ প্রমুখ।
জামাআতের রাজ্য সভাপতি ডা. মসিহুর রহমান বলেন, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। আর নৈতিকতা তার গৌরবময় সম্পদ। নৈতিকতা বিবর্জিত স্বাধীনতা মানব সমাজকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হবে না।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বাসন্তী সম্মেলন

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: শনিবার দুপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন এবং তিলোত্তমার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় নিরবতা পালনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের বাসন্তী ব্লক সম্মেলনের সূচনা করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল। উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল , ব্লক কনভেনার মন্টু গাজী, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল , রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি শুভদ্বীপ চক্রবর্তী,জেলা সম্পাদক তন্ময় মিশ্র প্রমুখ।

নির্যাতিতাকে দেখতে গেলেন শিশু কমিশনের চেয়ারপার্সন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

অপনজন: নির্যাতিতা নাবালিকাকে দেখতে গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে এলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের একাধিক আধিকারিকেরা।
নির্যাতিতা নাবালিকার সাথে এদিন কথা বলেন তাঁরা । পাশাপাশি কথা বলেন নাবালিকার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে।
উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে পড়াশোনা করে ঘুমিয়ে ছিল পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত ওই নাবালিকা। নিজের বাড়িতেই শোবার ঘরে মাঝরাতে তাকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ওই নাবালিকা মেয়েটি। নির্যাতিতা নাবালিকাকে দেখতে এদিন গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালে আসেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস।
এ বিষয়ে তুলিকা দাস জানান, ‘চিকিৎসকরা সঠিক পদ্ধতিতেই চিকিৎসা করছেন। অনেকটাই উন্নতি হয়েছে।

চাপড়ার অন্তত ৩০০ বিরোধী কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়ার সীমান্তবর্তী চাপড়া বিধানসভা এলাকার দু’টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত তিন শতাধিক বিরোধী নেতা-কর্মী জোড়াফুলে যোগদান করছে নাম বলে দাবি শাসকদলের।তৃণমূলের দাবি,যাঁরা যোগদান করেছেন,তাঁদের কেউ সিপিএম, কেউ কংগ্রেস,কেউ আবার বিজেপি।চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমানের হাত ধরে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনে চাপড়া বিধানসভার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভোট শতাংশ বাড়িয়েছিল শাসক দল। চাপড়া বিধানসভায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল বাম-কংগ্রেস জোট। কিন্তু ভোটের ফলপ্রকাশ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে গেল। এই নিয়ে তৃতীয় বার যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হল তৃণমূলের তরফে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চাপড়া বিধানসভা চাপড়া এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগানপাড়া এলাকায় একটি যোগদান কর্মসূচিতে বিরোধী দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন কয়েকশো কর্মী-সমর্থক। বিজেপি ও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন বিরোধী দলগুলির শতাধিক কর্মী।

আরজি কর নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ শে আগস্ট কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রত্যেকটি ব্লকে ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে তৃণমূল কর্মীর সমর্থকরা। সেই মতে শনিবার বিকেল তিনটে থেকেই বসিরহাটের মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা ধর্না মঞ্চের আয়োজন করে। এদিন বসিরহাটের মহাকুমার অন্তর্গত হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুরারিশা চৌমাথায় ব্লক সভাপতি এসকান্দার গাজী নেতৃত্বে একটি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অবস্থান-বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক ডক্টর সপ্তসী ব্যানার্জি, ছিলেন জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ শাহানুর মন্ডল, বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সারিফুল ইসলাম মন্ডলসহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। অন্যদিকে স্বরূপনগরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মাছ বিক্রেতার

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মাছ বিক্রেতার। শনিবার বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে নলহাটি মোরগ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কের গোপালপুর ইন্ডিয়ান পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। নলহাটি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে বছর ৪৫ এর ওই মাছ বিক্রেতার নাম মাজহারুল শেখ। বাড়ি নলহাটি ১ নং ব্লকের আমাইপুর গ্রামে। স্থানীয়রা জানান, খুচরো মাছ বিক্রেতা মাজহারুল সেখ নলহাটির গোপালপুর এলাকায় মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন। সে সময় একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ফলে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে সে মারা যায়। স্থানীয়রা দুর্ঘটনাটি দেখে নলহাটি থানার পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ব্যারেজ সারাইয়ের নামে দুর্নীতি!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ‘ব্যারেজ সারাইয়ের নামে দূর্নীতি হচ্ছে’ অভিযোগ তুলে ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ফের আন্দোলনে নামলো বাম গণসংগঠন গুলি। শুক্রবার সিপিআইএম বড়জোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজয় চৌধুরী ও দলের নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক সুজিত চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে মিছিল করে সেচ দপ্তরের কার্যালয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বাম গণসংগঠন গুলির তরফে দাবি করা হয়েছে, বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম দুর্গাপুর ব্যারেজ। ব্যারেজের রাস্তাই দীর্ঘদিন বেহাল, যেকোন সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। একাধিকবার বামেদের আন্দোলনের চাপে পড়ে সাময়িক সংস্কার হলেও কাজের কাজ হয়নি। স্থায়ীভাবে সংস্কার না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান।

‘সুখনীড়’ বৃদ্ধাআশ্রম নির্মাণ গোবরডাঙ্গায়

এম মেহেদী সানি ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: অসহায় ভবঘুরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য বৃদ্ধাআশ্রম গড়ে তুললো গোবরডাঙ্গা পৌরসভা। যমুনা নদীর ধারে নবনির্মিত ‘সুখনীড়’ বৃদ্ধাআশ্রমটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই উদ্বোধন হতে চলেছে বলে জানান গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত। জানা গিয়েছে, গোবরডাঙ্গা শহর এবং শহরতলী এলাকার অসহায় দরিদ্র ভাবঘুরের থাকা খাওয়া চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে গোবরডাঙ্গা পৌরসভা।
উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৫০ আসন বিশিষ্ট ওই বৃদ্ধাআশ্রমটি এনইউএলএম প্রকল্পের আওতায় তৈরি করা হয়েছে। পুর প্রধান শংকর দত্ত বলেন, ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন তলা বিশিষ্ট এই বৃদ্ধাআশ্রমে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৫০ জন অসহায় মা-বাবা থাকতে পারবেন। যাদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদি পরিষেবা গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পক্ষ থেকে করা হবে । এর ফলে সুবিধা পাবেন গোবরডাঙ্গা সহ আশপাশের এলাকার বহু অসহায় মানুষ ।

বীরভূম জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূলের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: “মা বোনেদের সম্মান তোমাদের সকলের সম্মান।” আর জি করের নৃশংস ঘটনার দ্রুত বিচার, সর্বোচ্চ শাস্তি (ফাঁসি), ধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা সংক্রান্ত আইন পরিবর্তন এবং বিজেপির বাংলা বিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় বীরভূম জেলার প্রতিটি ব্লক ভিত্তিক তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশানুযায়ী আরজিকর ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং ২৭ শে আগস্ট বিজেপি প্রভাবিত ছাত্র সমাজের ব্যানারে নবান্ন অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণা করেছিলেন ৩০ আগস্ট প্রতিটি কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অবস্থান বিক্ষোভ।
পাশাপাশি ৩১ শে আগস্ট ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লকের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ এবং ১ লা সেপ্টেম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূম জেলার প্রতিটি ব্লক ভিত্তিক অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। অনুরূপ খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয় খয়রাসোল ব্লক অফিসের সন্নিকটে। মা বোনেদের সম্মান, আমাদের সকলের সম্মান। দোষীদের ফাঁসি চাই। রাম বাম শ্যাম এর চক্রান্ত বন্ধ হোক । রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে তদন্ত শেষ করতে হবে। এই সমস্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই আজ শনিবার খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে দলীয় পতাকা ব্যানার ফেস্টুন প্লে কার্ড সহযোগে এক মিছিল পরিক্রমা করা হয় স্থানীয় বাজার, বাসস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন এলাকায়।এরপর ব্লকের সামনে অস্থায়ী মঞ্চে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। এদিন অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা, খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মৃণাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল গায়েন এবং দুই সদস্য সদস্য উজ্জ্বল হোক কাদেরী ও কাঞ্চন দে। এছাড়াও ছিলেন তৃনমূল নেতৃত্ব শেখ জয়নাল,সন্তু মুখার্জী, সপ্তম গোপ এবং দশটি অঞ্চলের নেতৃত্ব সহ দলীয় কর্মীগণ। একই চিত্র দেখা যায় জেলার দুবরাজপুর, সিউড়ি, রাজনগর, সাইথিয়া, রামপুরহাট সহ সর্বত্র।

প্রথম নজর

জাপানে নি:সঙ্গ অবস্থায় ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: জাপানে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়স্ক মানুষ বাস করে। এদের অনেকেই একাকী বেঁচে থাকে এবং একা থাকা অবস্থাতেই মারা যায়।
দেশটির পুলিশের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, জাপানে ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ নিজ বাড়িতে একাকী মারা গেছেন। জাপানের ন্যাশনাল পুলিশ এজেন্সির তথ্যমতে, প্রায় ৪ হাজার মানুষের মৃত্যুর এক মাসেরও বেশি সময় পরে জানা গেছে যে, তারা মারা গেছে। আর ১৩০ টি মরদেহ এক বছর পর খুঁজে পাওয়া গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে তাদের খোঁজখবরও কেউ করেনি। জাতিসংঘ বলছে, জাপানে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বয়স্ক মানুষ বাস করে।
পুলিশ সংস্থা আশা করছে তাদের প্রতিবেদন জাপানের বুড়িয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর বাড়বাড়ন্তের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসবে, যারা একাকী বেঁচে থাকে এবং একা থাকা অবস্থাতেই মারা যায়।
জাতীয় পুলিশ সংস্থার দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে একা বাস করা মোট ৩৭ হাজার ২২৭ জনকে বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ৬৫ বা তার বেশি বয়সের মানুষের সংখ্যা ৭০ শতাংশ। যদিও বাড়িতে একা মারা যাওয়া আনুমানিক ৪০ শতাংশ মানুষের মরদেহ একদিনের মধ্যে পাওয়া গেছে। তারপরও পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, প্রায় ৩ হাজার ৯৩৯টি মরদেহ একমাসের বেশি সময় পরে পাওয়া গেছে এবং ১৩০ টি দেহের সন্ধান পাওয়া গেছে একবছর পরে।
পুলিশের তথ্যানুসারে, খুঁজে পাওয়া ৭ হাজার ৪৯৮ টি মৃতদেহের মধ্যে বেশিরভাগেরই বয়স ৮৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি। আর ৫ হাজার ৯২০ জনের বয়স ৭৫ থেকে ৭৯ বছর এবং মারা যাওয়া আরও ৫ হাজার ৬৩৫ জনের বয়স ৭০ থেকে ৭৪ বছর।

ঘূর্ণিঝড় আসনার প্রভাবে পাকিস্তানে ২৬ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: আরব সাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'আসনা'র প্রভাবে পাকিস্তানে ভারী বৃষ্টিপাত ও ও ভূমিধসের কারণে অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ১২ জনই এক পরিবারের সদস্য। স্থানীয় সময় শুক্রবার খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের আপার দির জেলার পাত্রাকের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ি ধসের ওই ঘটনা ঘটে। এ সময় ওই বাড়িতে তিন নারী ও এক শিশুসহ পরিবারের ১২ জন ঘুমিয়ে ছিল। এদিকে চলতি বছর বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটিতে অন্তত ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকারী দলের একজন কর্মকর্তা।
পাকিস্তানের রেসকিউ সার্ভিস ১১২২-এর মুখপাত্র বিলাল ফাইজি বলেছেন, ভূমিধসে বাড়িটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এর ভেতরে থাকা ১২ জনের সবাই মারা গেছে। পাকিস্তানের আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে দেশের বেশির ভাগ অংশে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। শুক্রবার দিনজুড়ে বজ্রপাতসহ ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশের দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দেশের দক্ষিণ উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এতে ভারী বৃষ্টিপাতে বন্যার আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছে। গত জুলাই মাস থেকে বর্ষা মৌসুম শুরুর পর থেকে পাকিস্তানে এ পর্যন্ত তিন শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুনখাওয়া ও পাঞ্জাব প্রদেশে। শুক্রবার পাঞ্জাবের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বজ্রপাত, বিদ্যুতায়িত এবং মাটির তৈরি বাড়ি ধসে মৃত্যুর এসব ঘটনা ঘটেছে।

জাপানে ঘূর্ণিঝড় শানশানের আঘাতে নিহত ৬, আহত শতাধিক

আপনজন ডেস্ক: জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় শানশানের প্রভাবে এখন পর্যন্ত অন্তত ছয় জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত শতাধিক মানুষ। এ ছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন একজন। জাপানের ফায়ার অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি এই তথ্য জানিয়েছে।
সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের খবরে জানা গেছে, টাইফুনের প্রভাবে দেশটির বিশাল এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থল থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে ভূমিধস ও বন্যার সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। ন্যাশনাল ব্রডকাস্টার এনএইচকে প্রকাশিত ফুটেজে দেখা গেছে, ঘরবাড়ির ছাদগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখা গেছে। এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্লাবিত রাস্তায় গাড়িগুলোকে চলাচল করতে দেখা যায়। বৃহস্পতিবার কিউশু দ্বীপের স্থলভাগে ঝড়টি আছড়ে পড়ে। কিউশু বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যমতে, দক্ষিণ কিউশুর কাগোশিমা প্রিফেকচারে ৩৫ হাজারেরও বেশি বাড়ি বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন রয়েছে।
প্রসঙ্গত, প্রশান্ত মহাসাগরের একটি নিম্নচাপ থেকে উদ্ভূত শানশান গত বৃহস্পতিবার কিউশু দ্বীপের কাগোশিমার উপকূলে আছড়ে পড়ে। ঝড়ের প্রভাবে কাগোশিমা ও তার আশপাশের এলাকার অনেক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলোচ্ছ্বাসের পানিতে এখনও ডুবে রয়েছে রাস্তাঘাট। এছাড়া কিউশু দ্বীপজুড়ে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার যখন কাগোশিমার উপকূলে আছড়ে পড়ে শানশান, সে সময় সেখানে বাতাসের গতিবেগ চিল ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার। শানশানের প্রভাবে কিউশুরু পাশাপাশি রাজধানী টোকিও এবং উত্তরাঞ্চলীয় দ্বীপ হোক্কাইডোতে ভারী বর্ষণ হয়েছে। কিউশুর বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রতিষ্ঠান কিউশু ইলেকট্রিকের তথ্য অনুসারে, ঝড়ের পর থেকে কাগোশিমার ৩৫ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর বিদ্যুৎ-বিহীন অবস্থায় রয়েছে।

কেন ইসরাইলে হামলা চালাতে দেরি করছে ইরান?

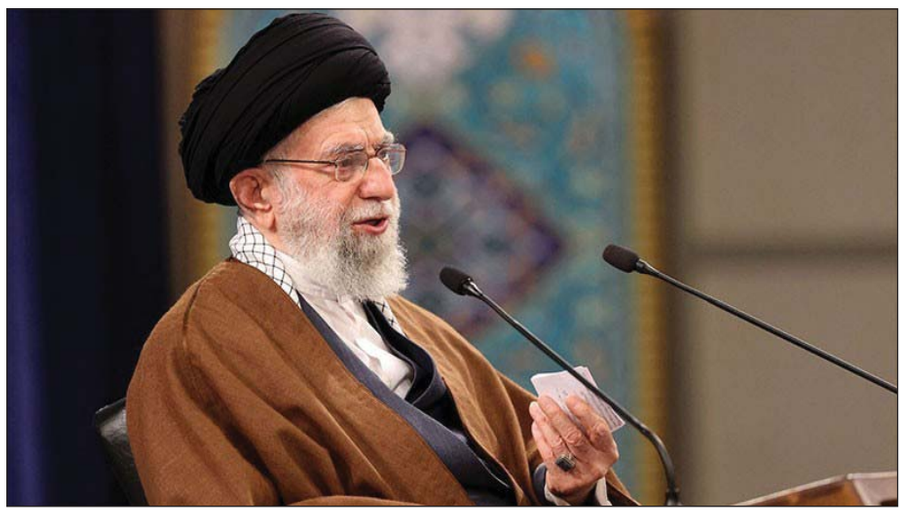

আপনজন ডেস্ক: ইরানের রাজধানী তেহরানে হামাস-প্রধান ইসমাইল হানিয়া হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক মাস হয়ে গেলেও ইসরাইলে হামলা চালায়নি ইরান। মধ্যপ্রাচ্য-ভিত্তিক বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে, তেল আবিবে হামলা চালালে পাল্টা আঘাতে নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় ইরানি প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন দেশটির শীর্ষ রাজনীতিবিদেরা।
গেল ৩১ জুলাই তেহরানে নিহত হন হামাস-প্রধান ইসমাইল হানিয়া। হামলার দায় ইসরাইলের ওপর চাপিয়ে কঠোর প্রতিশোধের হুমকি দেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। শুরুর দিকে তেল আবিবে হামলা চালাতে ৪৮ ঘণ্টার ডেডলাইন দেয়া হয়। পরে বলা হয় কয়েক দিনের মধ্যে নেয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা। তবে ঘণ্টা পেরিয়ে দিন, আর দিন পেরিয়ে মাস হয়ে গেলেও এখনও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেনি ইরান। কেন সরাসরি হামলার ঘোষণার পরও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেনা তেহরান, এ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ইরানের এই নিশ্চুপ থাকার পেছনের কারণ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মধ্যপ্রাচ্য-ভিত্তিক বিভিন্ন গণমাধ্যম। বলা হচ্ছে, তেল আবিবে হামলা চালালে পাল্টা আঘাতে নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ইরানের শীর্ষ রাজনীতিবিদেরা। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রশাসনকে বারবার সতর্ক করছে তারা।
ইসরাইলি জবাব কতোটা তীব্র হতে পারে তা নিয়েও চিন্তিত ইরান। হামলা সামলাতে ব্যর্থতার ভয়, মধ্যপ্রাচ্য-জুড়ে বড় সংঘাত ছড়িয়ে পড়া এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিও ভাবাচ্ছে তেহরানকে। গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতির আলোচনাকেও বাধাগ্রস্ত করতে চাচ্ছে না ইরান। তেহরানের কোন পদক্ষেপ যুদ্ধ বন্ধে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন কথা বলার সুযোগ পশ্চিমাদের দিতে রাজি না পেজেশকিয়ান প্রশাসন।
এ ছাড়া ইসরাইলে হামলা চালালে ইরান-বিরোধী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পথ সুগম হবে এটাও মনে করছে তেহরান। ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে রিপাবলিকানরা ইরানের ওপর বেশি আগ্রাসী মনোভাব পোষণ করে বলে মনে করে তারা। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন দেরিতে হলেও ইসরাইলে হামলা চালাবে ইরান। তেল আবিবকে কড়া জবাব দিতে ইরানি জনগণের প্রত্যাশা ও মধ্যপ্রাচ্য-জুড়ে সংঘাত না ছড়ানোর বিষয়ে ভারসাম্য করতে চাচ্ছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি।

ইউক্রেনের বিমানবাহিনী প্রধানকে বরখাস্ত করলেন জেলেনস্কি

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের বিমান বাহিনীর কমান্ডারকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রাশিয়ার বোমা হামলার ঘটনায় পশ্চিমা অংশীদারদের কাছ থেকে পাওয়া একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার চারদিন পর এমন পদক্ষেপ নেয়া হলো। ওই দুর্ঘটনায় যুদ্ধবিমানের পাইলট নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় শুক্রবার ইউক্রেনীয় সরকারের একটি ওয়েবসাইটে মিকোলা ওলেশচুককে বরখাস্ত করার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি বিমানবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওলেশচুককে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, জনগণকে রক্ষা করতে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া এফ-১৬ বিমানটি সোমবার বিধ্বস্ত হয়। এই ঘটনায় একজন বৈমানিক নিহত হন। রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় বিমানটি বিধ্বস্ত হলেও এর প্রত্যক্ষ কারণ শত্রুর আক্রমণ নয় বলে ইউক্রেনের দাবি। এদিকে, ঘটনার দায় নিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওলেশচুক অন্য রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।
অবশ্য ওলেশচুককে বরখাস্ত করার নির্দিষ্ট কোনও কারণ জেলেনস্কি উল্লেখ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, দেশের সব যোদ্ধার প্রতি খেয়াল রাখা আমার কর্তব্য।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। দেশটির প্রায় ১৮ শতাংশ বর্তমানে মস্কোর নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে চলতি বছরের আগস্ট মাসে রুশ ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে আকস্মিক হামলা শুরু করে ইউক্রেন। এরপর থেকে ইউক্রেনে রুশ হামলার ব্যাপকতা ও তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।
বিমানবাহিনীর অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আনাতোলি ক্রিভোনোষখোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি দেশের মধ্যাঞ্চলের নিরাপত্তায় নিযুক্ত 'সেন্ট্রাল এয়ার কমান্ড' এর দায়িত্বে ছিলেন। এফ-১৬ বিমানটি ধ্বংস হওয়া নিয়ে তীব্র বিতর্কের মধ্যেই তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।
দেশটির রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্টারি ডিফেন্স কমিটির সদস্য মারিয়ানা বেজুহলা বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন, ইউক্রেনের আকাশ নিরাপত্তা ব্যবস্থা 'প্যাট্রিয়ট' এর কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে।

ইয়েমেনে প্রবল বৃষ্টি-বন্যায় নিহত ৮৪

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আল হুদায়দায় প্রবল বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের জেরে বন্যায় অন্তত ৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ২৫ জন। সংবাদমাধ্যম সাবা নিউজ এজেন্সি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, প্রাদেশিক রাজধানী আল হুদায়দা সিটির প্রবেশমুখও বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। এছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন গ্রাম-শহরে হাজার হাজার বাড়িঘর ডুবে গেছে, অবকাঠামো এবং কৃষির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বহু এলাকার পথ-ঘাট ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে গেছে।
আগস্টের শুরু থেকে আল হুদায়দায় শুরু হয়েছে বন্যা। এখন পর্যন্ত পানি নেমে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
প্রসঙ্গত, অতি বর্ষণের কারণে গত জুলাই মাস থেকে ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, আকস্মিক বন্যার কারণে গত জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশটিতে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ২ লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কর্মীদের সপ্তাহে তিনদিন ছুটি দিতে চায় জাপান

আপনজন ডেস্ক: কর্মীদের তিনদিন ছুটি দিয়ে চার দিনের কর্ম সপ্তাহ চালুর কথা ভাবছে জাপান। মূলত শ্রমসংকট হার কমাতেই এমন সিদ্ধান্তের দিকে পা বাড়চ্ছে দেশটির সরকার।
জাপানের এসএমবিসি নিক্কো সিকিউরিটিজ ইনক. ২০২০ সালে কর্মীদের সপ্তাহে তিন দিন ছুটি দেওয়া শুরু করে। ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিজুহো ফিন্যান্সিয়াল গ্রুপ তিন দিনের সময়সূচির বিকল্প প্রস্তাব করে।
এরপর সরকারিভাবে প্রথমবারের মতো ২০২১ সালে জাপানে চার দিনের কর্ম সপ্তাহের প্রস্তাব করা হয়। সে সময় আইনপ্রণেতারা এই ধারণাটিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এ ধারণা বাস্তবায়নের গতি ধীর হয়।
দেশটির স্বাস্থ্য, শ্রম ও কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সে সময় জাপানের প্রায় ৮ শতাংশ কোম্পানি কর্মীদের সপ্তাহে তিন বা তার বেশিদিন ছুটি নেয়ার অনুমতি দেয়। তবে ৭ শতাংশ কোম্পানি তাদের কর্মীদের আইনত বাধ্যতামূলকভাবে একদিন ছুটি দেয়।
বর্তমানে ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসার মধ্যে আরো বেশি ক্রেতা তৈরির আশায় সরকার 'কাজের স্টাইল সংস্কার' প্রচারাভিযান চালু করেছে। এতে ওভারটাইম সীমা এবং সবেতন বার্ষিক ছুটিসহ কম ঘণ্টা কাজ এবং অন্যান্য নমনীয় ব্যবস্থাকে প্রচার করছে।
এ প্রচারাভিযানের নাম 'হাতারাকিকাতা কাইকাকু'। এর অর্থ 'আমরা কীভাবে কাজ করি তা উদ্ভাবন করা'।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি অধীনস্থ প্রত্যেকটি গ্রামে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

তাং, ০১/০৯/২০২৪

নির্বাহী আধিকারিক
হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৯ মি.

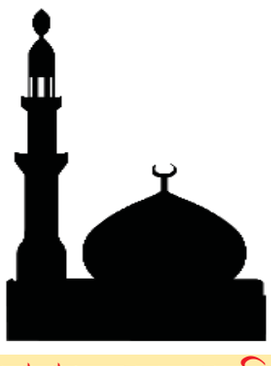

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৭	৫.১৯
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৪.০৬	
মাগরিব	৫.৫৯	
এশা	৭.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

জার্মানিতে ছুরিকাঘাতে ৫ জন আহত

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলে শুক্রবার একটি বাসে এক মহিলার ছুরিকাঘাতে পাঁচজন আহত হয়েছে। দেশটিতে মারাত্মক এক ছুরি হামলার এক সপ্তাহ পর এ হামলা চালানো হলো। আগের ওই হামলায় সারাদেশকে নাড়া দেয়। পুলিশ এ কথা জানিয়েছে। স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, সিজেন শহরে এমন ঘটনার পর ৩২ বছর বয়সী সন্দেহভাজন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটি একটি সন্ত্রাসী হামলা ছিল এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

গোবরডাঙ্গা পৌরসভা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলুন

ডেঙ্গু প্রতিরোধ
সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী এলাকার সকল নাগরিক বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে পতঙ্গবাহিত রোগ বিশেষত ডেঙ্গু রোগ থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মেনে চলার অনুরোধ জানাই।

- বাড়িতে খোলা জলের ট্যাঙ্ক, জল ভরা চৌবাচ্চা, অন্যবহৃত পাতকুয়ো ঢেকে রাখতে হবে।
- ঘরের ভিতরে ফ্রিজের পিছনে, এসি মেশিনে, ফুলের টবে, ফুলদানিতে, ঠাকুরের ঘটে, খোলা পাত্রে জল জমে আছে কিনা নজর রাখতে হবে।
- ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে।
- গা, হাত-পা ঢাকা জামা কাপড় ব্যবহার করতে হবে।
- মশা বিতরক তেল ও ধূপ ব্যবহার করতে পারেন।
- যদি জ্বর হয় সত্তর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
- জ্বর হলে শুধু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সাথে প্রচুর পরিমাণে জল / ও.আর.এস পান করতে হবে।
- যত্রতত্র আবর্জনা ও প্লাস্টিক ফেলবেন না।

শংকর দত্ত
পৌরপ্রধান, গোবরডাঙ্গা পৌরসভা

কৈজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলুন

ডেঙ্গু প্রতিরোধ
সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী এলাকার সকল নাগরিক বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে পতঙ্গবাহিত রোগ বিশেষত ডেঙ্গু রোগ থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মেনে চলার অনুরোধ জানাই।

- বাড়িতে খোলা জলের ট্যাঙ্ক, জল ভরা চৌবাচ্চা, অন্যবহৃত পাতকুয়ো ঢেকে রাখতে হবে।
- ঘরের ভিতরে ফ্রিজের পিছনে, এসি মেশিনে, ফুলের টবে, ফুলদানিতে, ঠাকুরের ঘটে, খোলা পাত্রে জল জমে আছে কিনা নজর রাখতে হবে।
- ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে।
- গা, হাত-পা ঢাকা জামা কাপড় ব্যবহার করতে হবে।
- মশা বিতরক তেল ও ধূপ ব্যবহার করতে পারেন।
- যদি জ্বর হয় সত্তর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
- জ্বর হলে শুধু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সাথে প্রচুর পরিমাণে জল / ও.আর.এস পান করতে হবে।
- যত্রতত্র আবর্জনা ও প্লাস্টিক ফেলবেননা।

শান্তিলতা তরফদার
প্রধান, কৈজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী এলাকার সকল নাগরিক বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে পতঙ্গবাহিত রোগ বিশেষত ডেঙ্গু রোগ থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মেনে চলার অনুরোধ জানাই।

- বাড়িতে খোলা জলের ট্যাঙ্ক, জল ভরা চৌবাচ্চা, অন্যবহৃত পাতকুয়ো ঢেকে রাখতে হবে।
- ঘরের ভিতরে ফ্রিজের পিছনে, এসি মেশিনে, ফুলের টবে, ফুলদানিতে, ঠাকুরের ঘটে, খোলা পাত্রে জল জমে আছে কিনা নজর রাখতে হবে।
- ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে।
- গা, হাত-পা ঢাকা জামা কাপড় ব্যবহার করতে হবে।
- মশা বিতরক তেল ও ধূপ ব্যবহার করতে পারেন।
- যদি জ্বর হয় সত্তর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
- জ্বর হলে শুধু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সাথে প্রচুর পরিমাণে জল / ও.আর.এস পান করতে হবে।
- যত্রতত্র আবর্জনা ও প্লাস্টিক ফেলবেননা।

পরিবেশ ও ঘর আবর্জনা মুক্ত রেখে ডেঙ্গু দূরীকরণে সহায়তা করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলুন

প্রবোধ সরকার, পৌরপ্রধান/অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা
ধীমান রায়, উপ-পৌরপ্রধান/অশোকনগর-কল্যাণগড় পৌরসভা

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২৩৭ সংখ্যা, ১৬ ভাদ্র ১৪৩১, ২৬ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সংঘাতময় পৃথিবী

সামান্য স্ফুলিঙ্গ হইতেই অনেক সময় দাবানলের সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে ছোট্ট সংঘাত হইতে বড় ধরনের সংঘাত-সংঘর্ষ বা যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আমরা আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধ লক্ষ করিয়াছি। এখনো ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে অস্থির ও তটস্থ করিয়া রাখিয়াছে।
ফিলিস্তিনের গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ইরান, লেবানন ও ইয়েমেন অশান্ত। একদিকে ইরানের মাটিতে হামাসের শীর্ষনেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ড, ইসরাইলের হামলায় হামাস ও লেবাননকেন্দ্রিক হেজবুল্লাহর কয়েক জন কমান্ডারের মৃত্যু সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইউক্রেন সেনাবাহিনী ১ হাজার বর্গকিলোমিটারেরও অধিক আয়তনের এলাকা দখল করিয়া লইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে, যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বে বড় ধরনের অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে।
ইরানের নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি ইসরাইলকে সহসা ছাড়িয়া দিবে বলিয়া মনে হয় না। আশঙ্কা করা হইতেছে, এইবার কোনো প্রকার ঘোষণা না দিয়াই ইরান ইসরাইলে হামলা চালাইতে পারে। ঐদিকে ইসরাইলকে রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ প্রস্তুত। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ এখন অবস্থান করিতেছে লোহিতসাগরে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে বাইডেন প্রশাসনের জন্য সুবিধাজনক হইল সিজফায়ার বা যুদ্ধবিরতি: কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে হামাস নূতন করিয়া আলোচনার টেবিলে না আসায় সর্বাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা ছাড়া রাশিয়ার পার্লামেন্টের এমপি মিখাইল শেরেমেতের মতে, বেসামরিক অবকাঠামোর উপর পশ্চিমা সামরিক সাজসরঞ্জাম, পশ্চিমা গোলাবারুদ ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলায় বিদেশিদের অংশগ্রহণের অকাট্য প্রমাণ দেখিয়া যে কেহ এই সিদ্ধান্তেই পৌছাতে পারে যে, বিশ্ব তৃতীয় যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়া গিয়াছে। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, ন্যাটো দেশগুলো ইউক্রেনের এই আগ্রাসন পরিকল্পনায় সবুজ সংকেত দিয়াছে।
আমরা জানি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাইতে বহুলাংশে ধ্বংসাত্মক ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতিমধ্যে সাত দশকেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও সেই মরণযজ্ঞের ছাপ রহিয়া গিয়াছে পৃথিবীর আনাচকানাচে। এখনও সেই মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রহিয়াছে সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া। প্রায় ৬০ মিলিয়নের উপর মানুষ মারা যায় এই মহাযুদ্ধে, যাহা তখনকার বিশ্ব জনসংখ্যার ছিল ৩ শতাংশ। এখন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তাহা হইলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পূর্বের তুলনায় উন্নতমানের মারণাস্ত্র, ড্রোন হামলা প্রভৃতি কারণে ক্ষয়ক্ষতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও যে ছাড়াইয়া যাইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। উল্লেখ্য, পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে জাপান ১৯৩৭ সালে প্রজাতন্ত্রী চীনে আক্রমণ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ইহার জের ধরিয়া ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এখন বিশ্বের উদ্বেগজনক ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়া আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দামামা কি আমরা শুনিতে পাই না? লিগ অব নেশনসের ন্যায় জাতিসংঘও এখন একটি ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয় নাই কি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালি ও জার্মানি এই সুযোগই গ্রহণ করিয়াছিল। আজও কি রাশিয়া ও ইসরাইল জাতিসংঘ ও বিশ্বমতামত কিংবা আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে গ্রাহ্য করিতেছে? আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার কি কোনো সমাধান হইয়াছে? পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি কি বন্ধ হইয়াছে? বরং এই পৃথিবী যে কোনো সময়ের চাইতে আজ বহুধা বিভক্ত, বহু মেরুকরণে আরো বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তাই আজ শান্তির লোলিত বাণী শুনাইতেছে ব্যর্থ পরিহাস!
এমন এক পরিপ্রেক্ষিতে আজ চারিদিকে বিরাজ করিতেছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। গণহত্যা চলিতেছে দেশে দেশে। ঘটিতেছে লক্ষ লক্ষ বনি আদমের বাস্তুচ্যুতির ঘটনা। ইহারই মধ্যে শোনা যাইতেছে ফ্যাসিবাদী শাসকদের অট্টহাসি। ইসরাইল-হামাস, রাশিয়া ও ন্যাটো, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে বর্তমানে যে উত্তেজনা চলিতেছে, তাহার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া হিসাবেই প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। তাই বিশ্বনেতৃবৃন্দকে সতর্ক হইতে হইবে সর্বান্তঃকরণে।

গাজায় ইহুদি বসতি, সুদীর্ঘ দখলদারির প্রয়াস ও ধর্মীয় উন্মাদনা

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলের অভ্যন্তরে গত বছর ৭ অক্টোবর হামলা চালালে প্রায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি প্রাণ হারায়। হামাস ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায়। পরদিনই প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েল প্রথমে আকাশপথে গাজায় হামলা চালানো শুরু করে। এরপর শুরু হয় স্থল অভিযান, যা হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে রূপ নেয়। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে দাবি করে আসছে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরায়েল সরকার। তবে যে বিষয়টা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হলো গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনের জন্যও কাজ করছে ইসরায়েলি বাহিনী। লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**।

'আমরা ঠিকই ফিরে আসব। তোমার সন্তানেরা আবার তাদের ভূমির সীমানার ভেতর ফেরত আসবে।' হিব্রুতে এই দেয়াললিখন দেখা গিয়েছিল আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার নেতজারিমে বসতি স্থাপনকারী এক ইহুদি পরিবারের বাড়ির দেয়ালে। ২০০৫ সালে এ রকম ২০টি বেশি বসতি থেকে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার ইহুদিসহ সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ইসরায়েল। সে সময় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অ্যারিয়েল শ্যারন আর তখন ফিলিস্তিনিদের দ্বিতীয় ইন্তিফাদা চলছিল।
১৯ বছর পর সেই দেয়াললিখন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী, এখন যাদের দখলে রয়েছে গাজা উপত্যকার এক-চতুর্থাংশ। আর এটি গাজার উত্তরাংশ, যা কৌশলগতভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল, তারা সবাই চলে গেছে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে।
ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলের অভ্যন্তরে গত বছর ৭ অক্টোবর হামলা চালালে প্রায় ১ হাজার ২০০ ইসরায়েলি প্রাণ হারায়। হামাস ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায়।
পরদিনই প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েল প্রথমে আকাশপথে গাজায় হামলা চালানো শুরু করে। এরপর শুরু হয় স্থল অভিযান, যা হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে রূপ নেয়। হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে দাবি করে আসছে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরায়েল সরকার। তবে যে বিষয়টা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা হলো গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনের জন্যও কাজ করছে ইসরায়েলি বাহিনী।
ইসরায়েলের প্রাচীনতম দৈনিক পত্রিকা হারেৎজ সম্প্রতি এক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এ বিষয়ে। মানচিত্র, আলোকচিত্র, স্যাটেলাইট চিত্র, গ্রাফিকস ও ভিডিও সহযোগে (অনলাইন সংস্করণে) প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ গাজায় ফিলিস্তিনি বসতি স্থাপনের পাটাতন হয়ে উঠেছে।
প্রায় ১১ মাস ধরে চলা এই যুদ্ধে গাজায় বসবাসকারী নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যার মধ্যে অন্তত ১৮ হাজার শিশু। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় সেখানকার অন্তত ৮০ হাজার ঘরবাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ব্যবহারের অনুপযোগী ও বিধ্বস্ত হয়েছে আরও প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার ঘর-বাড়ি-ভবন। গাজার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। ৩৬৫ বর্গকিলোমিটারের এই উপত্যকায় প্রায় ২৩ লাখ মানুষের বসবাস। উল্লেখ্য, ২০০৭ সাল থেকে ইসরায়েল গাজার ওপর স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে অবরোধ আরোপ করে রেখে গাজাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও দুর্দশাগ্রস্ত 'উন্মুক্ত কারাগারে' পরিণত করেছে।
২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হলে ইয়াসির আরাফাতের দল ফাতাহ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনে এই নির্বাচন সম্পন্ন হলেও হামাসের বিজয় মেনে নিতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশই। ২০০৭ সালে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয় হামাস। পশ্চিম তীর রয়ে যায় ফাতাহর অধীন। এরপরই ইসরায়েল অবরোধ আরোপ করে গাজার ওপর।

সুদীর্ঘ দখলদারির প্রয়াস

গাজা অভিযান শুরুর পরপরই ইসরায়েলি বাহিনী প্রথমে গাজার সঙ্গে ইসরায়েলের সীমান্তজুড়ে কথিত নিরাপদ এলাকা (বাফার জোন) গড়ে তুলে সেখানকার সব অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে। মিসর-গাজা সীমান্তের ফিলাডেলফিয়া রুটও দখল করে নেয়, যাতে হামাস যোদ্ধারা মিসরে ঢুকতে না পারেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গাজা উপত্যকাকে দুই ভাগ করে গাজা শহরকে দক্ষিণের বাকি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ৩৮ বর্গকিলোমিটারের নেতজারিম করিডরের দখল নিয়ে নেওয়া। এখানে সাত কিলোমিটার দীর্ঘ যে পথ ইসরায়েলের নাহার ওজ সীমান্ত এলাকা থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার উত্তর পাশে গাজার পুরো এলাকাকেই এই করিডোরভুক্ত ধরা হয়। এখানেই গড়ে তোলা হচ্ছে সামরিক ঘাঁটি, ভবন অবকাঠামো ও রাস্তা।
সাত কিলোমিটার করিডর-সড়কের শেষ প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তীর ঘেঁষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত অস্থায়ী ঘাট, যা গাজাবাসীর সহায়তা হিসেবে আসা খাদ্য সরবরাহের কাজে ব্যবহার করার কথা। বাস্তবে এটি কোনো কাজেই আসতে পারছে না একাধিকবার ভেঙে যাওয়ায়। এদিকে এই অস্থায়ী ঘাটের দেয়ালে হিব্রুতে লিখন উঠেছে, 'বসতি ছাড়া বিজয় নেই'।
নেতজারিম এলাকায় ছিল তুর্কি হাসপাতাল, যার ভবনটা এখন ইসরায়েলি বাহিনীর দখলে। এখানে আরও ছিল আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজা ক্যাম্পাস ভবন, জহুর আল-দিক গ্রাম এবং দুটি পার্ক। এর মধ্যে তুর্কি হাসপাতাল ভবনে পাসওভার সেডর (মিসরে ফেরাউনের কবল থেকে বনি-ইসরায়েলিদের মুক্তি পাওয়ার ঘটনা বা শেমত স্মরণে উৎসব, যা প্রার্থনা ও বিশেষ খাবার দিয়ে পালিত হয়) উদ্‌যাপনের একটি ভিডিও ক্লিপ অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে, যা গাজা থেকে দুই দশক আগে চলে যাওয়া ইহুদিদের আবার সেখানে ফিরে আসার আহ্বান বলে দেখা হচ্ছে।
আরেকটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, একজন ইসরায়েলি সেনা হাসপাতাল ভবনের ছাদে উঠে দর্শকদের উদ্দেশে এ কথা বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করছেন যে 'ইসরায়েলের ভূমি অনেক ভোগান্তির পর দখলে এসেছে'। ওই ভবনের ভেতরে আরেক সেনা কর্মকর্তাকে জনৈক ইহুদি র‍্যাবাই রচিত 'তানইয়া' বই মুদ্রণ করতে দেখা গেছে একই ভিডিও ক্লিপে। গাজায় এর আগেও ইসরায়েলি সেনারা ইহুদি ধর্মীয় পুস্তক ছাপার ব্যবস্থা করেছেন।
আবার আরেকটি ভিডিওতে সামরিক পোশাক ছাড়া অজানা একজন সেনাকে হানুকার দিন (খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জেরুজালেমে দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণের স্মরণে পালিত) একটি মেনোরাহ (বিশেষ মোমদানি) আনতে দেখা গেছে।
জানা গেছে, ২০০৫ সালে ইহুদি বসতি গোটানোর সময় মোমদানিটি নেতজারিম সিনাগগ (ইহুদি উপাসনালয়) থেকে নিয়ে গিয়ে জেরুজালেমের গুশ কাতিফ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছিল। সেটা আবার গাজায় আনা হয়েছে। সেখানে একটি হাতে লেখা তাওরাতের পাকানো ফালি (তোরাহ স্ক্রল) রাখতেও দেখা গেছে, যা ওই বিশেষ মোমদানির মতো নেতজারিম সিনাগগ থেকে জেরুজালেমে নেওয়া হয়েছিল। এখন তা আবার তার নিজভূমে ফিরে এসেছে।
হারেৎজ বলছে, 'এভাবে গাজায় পুনর্বসতি স্থাপনের আন্দোলনটি আইডিএফের অভিযানকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে জোরদার হয়ে উঠেছে।' যদিও অভিযান শুরু হওয়ার পর নেতানিয়াহু হামাসের ওপর 'পুরোপুরি বিজয় অর্জন' এবং 'জীবিত ও মৃত সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনা'কে এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য হিসেবে অভিহিত করে এ-ও বলেছিলেন, লক্ষ্য অর্জিত হওয়া না পর্যন্ত যুদ্ধ থামবে না। আর গাজায় ইহুদিদের বসতি পুনরায় স্থাপনের বিষয়টি 'একটি অবাস্তব পদক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। সিএনএনের সঙ্গে মে মাসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এর পুনরাবৃত্তি করে বলেন, 'গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল আবার বসতি নির্মাণ করতে পারবে না। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষও উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।'

সেনাদের ধর্মীয় উন্মাদনা

তবে গাজার দখল ধরে রাখার কৌশলগত কারণগুলো এখন সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ডানপন্থীদের লক্ষ্যের সঙ্গে বেশ মিলে গেছে। হারেৎজের প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, 'গাজায় আবার বসতি স্থাপনের বিষয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে সমর্থনের গভীরতা পরিমাপ করা কঠিন হলেও এটি স্পষ্টতই দৃশ্যমান। বছরের পর বছর ধরে সেনাবাহিনীর ভেতর ধর্মীয় জিগির জোরদার করার ফলাফল যেমন অবধারিত, তেমনি রিজার্ভ বাহিনীর মধ্যে ধর্মীয় জায়নাবাদের প্রভাবও সুবিস্তৃত।'
গাজায় কয়েকজন কর্মকর্তাসহ বেশ কিছু সৈনিককে কমলা রঙের পতাকা তুলতে দেখা গেছে। ২০০৫ সালে গাজা থেকে বসতি গোটানোর প্রতিবাদে এই পতাকা ব্যবহার করা হয়েছিল। হাতে লেখা তাওরাতের ফালি নিয়ে নাচতে দেখা গেছে কাউকে কাউকে। আবার অনেকেই গাজার বিভিন্ন এলাকা ও বিধ্বস্ত ভবনে হিব্রুতে লিখিত তাওরাতের বিভিন্ন বাণীসংবলিত পশুচর্মের ফলক ঝুলিয়েছে।
ইসরায়েলি সেনাদের এসব ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড প্রতীকী হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যা হাওয়া থেকে ঘটছে না। এ বছরের জানুয়ারিতে জেরুজালেমে এক বিশাল সমাবেশে গাজায় পুনর্বসতি স্থাপনের দাবি জানানো হয়। বসতি স্থাপনকারীদের সংগঠন গাজার অভিমুখে যাত্রার ডাক দিয়েছে। সংগঠনটির প্রধান ড্যানিয়েলা ওয়েসিস দাবি করেছেন গাজায় ইসরায়েলি সেনাঘাঁটিতেই এই বসতি শুরু করার।
বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তিনি ইতিমধ্যে ৫০০ পরিবারের তালিকা তৈরি করেছেন, যারা এখনই গাজায় ফিরে যেতে প্রস্তুত। নেতানিয়াহু সরকারের অন্তত ১২ জন মন্ত্রী প্রকাশ্যেই গাজাকে 'ইহুদিকরণের' প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। একটি সমুদ্রসৈকতের ধারে সুন্দর বাড়িতে বসবাস করার সুযোগ কেই-বা হাতছাড়া করতে চায়?

অনিশ্চিত সমঝোতা

যুদ্ধ বন্ধসহ ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সমঝোতার প্রয়াস কোনো অগ্রগতি দেখছে না। হামাসের দাবি হলো ইসরায়েলকে অভিযান থামাতে হবে এবং সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। আর ইসরায়েল তাতে সম্মত হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র ও মিসরের সমর্থনে কাতার সক্রিয়ভাবে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে যুদ্ধ বন্ধ ও ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানি ঠেকাতে। ইসরায়েলের ভেতর থেকেও জোর দাবি উঠেছে যুদ্ধ বন্ধের ও জিম্মিদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার। কিন্তু কেউই সুবিধা করতে পারছে না ইসরায়েল সরকারের, তথা নেতানিয়াহুর অনড় ও আপসহীন অবস্থানের কারণে। হামাসও দুর্বল হয়ে পড়েছে, তা স্পষ্ট।
হামাসের অর্ধেকের বেশি নেতা নিহত হয়েছেন; প্রাণ হারিয়েছেন ও আহত হয়েছেন অন্তত ১৪ হাজার সদস্য। তারপরও হামাস একেবারে হাল ছেড়ে দেয়নি, যা আবার স্পষ্ট হয় ইসরায়েলের মারমুখী উন্মত্ততায়।
এ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েল অন্তত ৭০ হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করেছে বলে ইউরো-মেড হিউম্যান রাইটস মনিটর জানিয়েছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ড্রেসডেন, হামবুর্গ ও লন্ডন নিক্ষিপ্ত বোমার চেয়েও বেশি। এর মধ্য দিয়ে গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনের কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।
ইসরায়েল সাংবাদিক গিডিয়ন লেভি এ জন্য নেতানিয়াহুকে দায়ী করে বলেছেন, তিনি ফিলিস্তিন সমস্যার কোনো কূটনীতিক সমাধান চান না; বরং যুদ্ধে জিতে গাজায় স্থায়ী দখলদারি গড়তে চান, যার মানে হলো ফিলিস্তিন সমস্যাকে শুধু যুদ্ধের মাধ্যমে সমাধানের পরিকল্পনায় আরেক প্রস্থ ভিত গড়া।

আসজাদুল কিবরিয়া লেখক ও সাংবাদিক
সৌ: প্র: আ:

রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে যেভাবে ভারসাম্যমূলক সম্পর্কে ভারত

কানওয়াল সিবাল

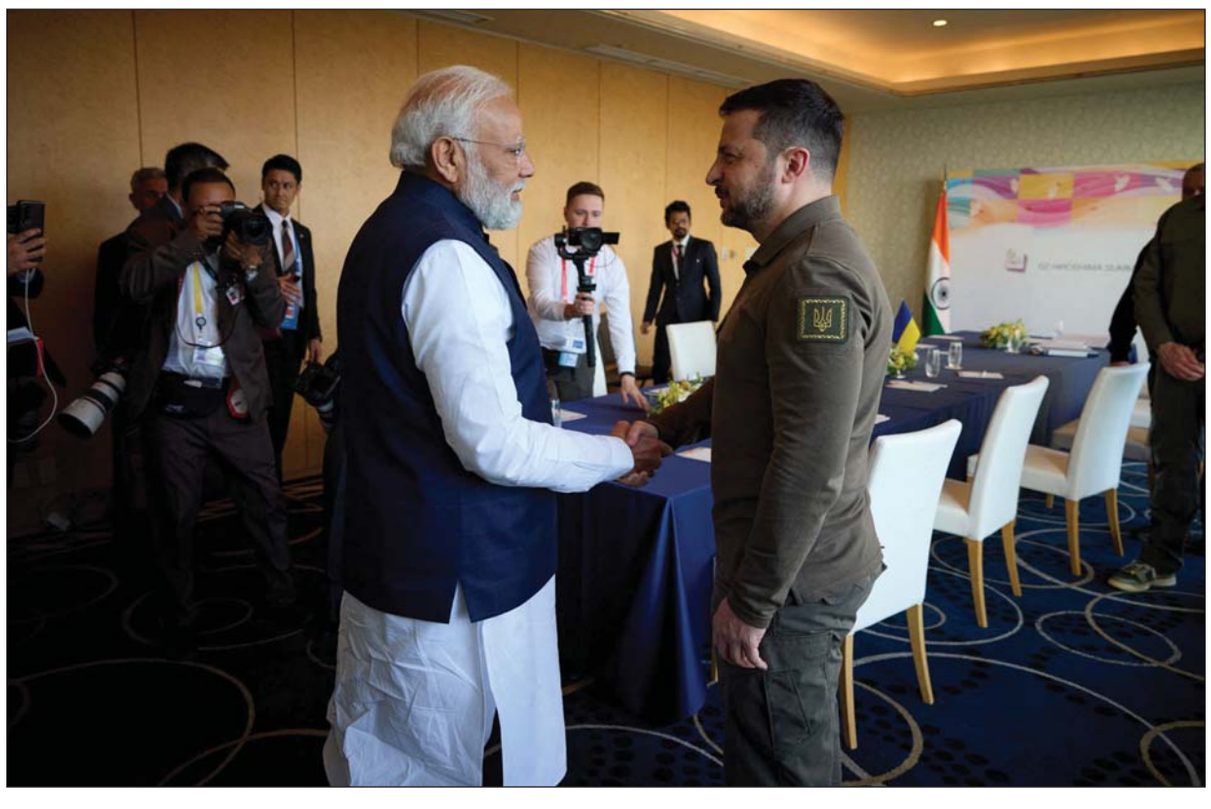

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক পোল্যান্ড ও ইউক্রেন সফরকে ভারতের পশ্চিমপন্থী বিশ্লেষকেরা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের প্রতি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির একটি নতুন উষ্ণ উদ্‌যোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। রাশিয়া ও মধ্য ইউরোপের সঙ্গে (বিশেষ করে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে) ভারতের সম্পর্ককে আবার একটি ভারসাম্যমূলক জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা হিসেবে তাঁরা মোদির এই সফরকে দেখছেন।
ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের বিষয়ে ভারত আপত্তি জানায়নি। পশ্চিমারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপ করার পরও ভারত রাশিয়ার সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রেখেছে। সম্প্রতি তিনি মস্কো সফর করে ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। এ কারণে মোদির ইউক্রেন সফরকে এই পশ্চিমাপন্থী মহলে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিলম্বিত সংশোধন চেষ্টা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁদের যুক্তি হলো, ভারত রাশিয়ার অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিষয়ে নীরব ছিল। এমনকি রাশিয়া যখন জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার পবিত্রতাবিষয়ক ভারতীয় বিশ্বদর্শনের মূল নীতিগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, তখনো ভারত চুপ ছিল।
রুশ আগ্রাসনের ব্যাপারে এই নীরবতার জন্য ভারতকে রাজনৈতিক মূল্য দিতে হচ্ছে। তাঁরা মনে করেন, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ ভারতের প্রতি নাখোশ হওয়ায় ভারতকে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। তবে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এই ধরনের বিশ্লেষণ দুর্বল তথ্যনির্ভর, অগভীর এবং আদর্শিক পক্ষপাতদুষ্ট। কারণ, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে ভারতের মোটেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়নি। এসব দেশের নেতাদের ভারত সফর এবং ভারতের নেতাদের এসব দেশে সফরের সাম্প্রতিক রেকর্ড দেখলেই তা বোঝা যাবে।
আদতে রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব কেবল ভারত নয়, বরং সমগ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জি-৭ রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বেইজিংকে যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখছে—এটি মাথায় রেখেই পশ্চিমের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখা চীন কৌশলগত কারণে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন দিয়েছে। চীন রাশিয়াকে অংশীদার হিসেবে মূল্যায়ন করছে। একইভাবে পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গভীর হলেও সবাইকে মাথায় রাখতে হবে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে ভারতের পক্ষে পশ্চিম কিংবা রাশিয়া—কাউকেই পরিত্যাগ করার অবস্থানে নেই। কারণ, তার বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রগতির জন্য ওয়াশিংটন ও মস্কো উভয়কেই তার দরকার। আসলে রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যুটি একটি বহুস্তরীয় ইস্যু।

রাশিয়া যদি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন অভিযান চালিয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে, সে তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ন্যাটোভুক্ত অংশীদারদের অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে চালানো আগ্রাসনের তালিকা তুলনামূলকভাবে অনেক দীর্ঘ। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো দেশগুলোর এত আগ্রাসনের রেকর্ড থাকার বিষয়টি যদি তাদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক রক্ষা করা কেন ভুল হবে? এ ক্ষেত্রে আমাদের কি দ্বিমুখী আচরণ করা উচিত হবে?
একটি বস্তুনিষ্ঠ জায়গা থেকে ইউক্রেন সংঘাতকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই যুদ্ধের দায় শুধু একটি পক্ষের ওপর চাপালে হবে না। এটিকে শুধু একটি দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘনের একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখলে হবে না। কারণ, এর সঙ্গে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, ভূরাজনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, ক্ষমতার ভারসাম্য, জাতিগত অধিকার, বহিরাগত হস্তক্ষেপ, শাসন পরিবর্তন ইত্যাদি অনেক বড় এবং জটিল বিষয় জড়িত।
এ কারণে ভারত ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে সাদা-কালোভিত্তিক সরল দৃষ্টিভঙ্গি নিতে পারে না। যাঁরা পশ্চিমাদের স্বার্থকে বড় করে দেখাতে চান, তাঁদের মনে রাখা উচিত, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিষয়ে পশ্চিমের কর্মকাণ্ডের রেকর্ড ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল এবং এখনো সেগুলো ভারতীয় স্বার্থকে সমর্থন করে না। এ কারণে ভারত ইউক্রেন যুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে কোনো পক্ষকে নিঃশর্ত সমর্থন দিতে রাজি নয়।
ভারত মনে করছে, রাশিয়া ও ইউক্রেন—উভয় পক্ষের সঙ্গে দিল্লির একটি ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক থাকা জরুরি। সেই ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমের দিক থেকে কোনো ধরনের কৌশলগত প্রতিবন্ধকতা এলে সেটিকে কূটনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার দিকেই দিল্লির মনোযোগ থাকবে।

কানওয়াল সিবাল ওয়াশিংটনে ভারতের সাবেক ডেপুটি চিফ অব মিশন
এনডিটিভি থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

উত্তরবঙ্গে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা ঘিরে উদ্দীপনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বংশীহারি

আপনজন: উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেস এডুকেশনাল হাব-এর উদ্যোগে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তুমুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৮ আগস্ট ছিল এই পরীক্ষার প্রথম পর্ব। উত্তরবঙ্গের মালদা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-এর বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয় এই পরীক্ষায়। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা বেস এডুকেশনাল হাব-এর সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম জানালেন আগামী রবিবার এই পরীক্ষা হবে দক্ষিণ দিনাজপুরের চারটি কেন্দ্রে। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন প্রতিটি কেন্দ্রের সুপারভাইজার সহ চারজনের টিম। সকলেই পরীক্ষার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছেন।দ্বিতীয় পর্বের এই পরীক্ষায় অংশ নেবে প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে এই মুহূর্তে দারুন উত্তেজনা। উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে অভিভাবকদের মধ্যেও। তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন আমাদের সঙ্গে। এই পরীক্ষায় নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এককালীন স্কলারশিপ এবং বিশেষ কিছু পুরস্কার, জানালেন খাদেমুল ইসলাম। তিনি আরো বলেন, স্কলারশিপ প্রদান করা হবে আগামী ৮-ই সেপ্টেম্বর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানানো হবে এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক দীপক রঞ্জন মন্ডল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাবেক সচিব সৈয়দ নাসির উদ্দিন, বিশিষ্ট শিক্ষক ও লেখক ডঃ সন্দীপ রায়, মুখলেসুর রহমান, জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী প্রমুখ।

হিন্দি সেলের নয়া জেলা সভাপতি ডালখোলায়

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: শনিবার উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলায় তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি সেলের নেতা ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অশ্বিনী কর্ণের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ডালখোলার গণনায়ক ভবনে এবং এতে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতি বিবেক গুপ্তা, করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল, এবং ডালখোলা পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার। তাদের আলোচনায় স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত ছিল– হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতি বিবেক গুপ্তা অশ্বিনী কর্ণকে উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণা করেন। এই পদে তার নিয়োগ স্থানীয় রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন দিশা দেখাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া, একই দিনে আর.জি.কর কান্ডের প্রতিবাদে ডালখোলায় একটি তৃণমূল অবস্থান বিক্ষোভ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা এবং স্থানীয় জনগণ উপস্থিত থেকে তাদের ক্ষোভ ও আপত্তি জানান।

দক্ষিণ দিনাজপুরে পালিত গ্রন্থাগার দিবস

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও গ্রন্থাগার মুখী করে তুলতে পালিত হল সাধারন গ্রন্থাগার দিবস। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন বালুছায়া ভবনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তনুময় সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলা গ্রন্থাগারিক অনুপ কুমার মন্ডল, লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির সদস্য বিপ্লব খাঁ সহ অন্যান্য আধিকারিক ও বিশিষ্ঠ জনেরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রত্যেক অতিথিদের হাতে একটি করে চারা গাছ তুলে দেয়া হয়।

এ বিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অফিসার তনুময় সরকার জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ ২০১৩ সাল থেকে ৩১ আগস্ট দিনটিকে গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। এর মূল লক্ষ্য আমাদের রাজ্যে যত গ্রন্থাগার রয়েছে সেই সমস্ত গ্রন্থাগার গুলির মানোন্নয়ন এবং আরো বেশি করে সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার মুখী করা।’

উল্লেখ্য, বর্তমান ডিজিটাল যুগে ই-বুক ব্যবহার করে ও অনলাইন পড়াশোনা করেন অনেকেই। হাতে হাতে ঘুরছে স্মার্টফোন বা ট্যাব। সহজেই অনলাইন বই বা পত্রিকা পড়া যায়। তার ফলে নতুন করে লাইব্রেরিতে পড়তে যাওয়ার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছেন অনেকেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

ওবিসি বাতিল ও ওয়াকফ বিল নিয়ে সেমিনার বহরমপুরে

হাসান বশির ● বহরমপুর

আপনজন: গত ২২শে মে ২০২৪ মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট ২০১০ সালের পর সমস্ত ও বি সি সার্টিফিকেট বাতিল করেছে। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ স্বাধিকার রক্ষা মঞ্চের আহবানে ,বহরমপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা । পশ্চিমবঙ্গ স্বাধিকার রক্ষা মঞ্চের স্থায়ী সভাপতি এবং আজকের সভার সভাপতি ডাক্তার মীর হাসনাত আলী, তার স্বাগত ভাষণে বলেন যে আজকের এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য এবং স্বাধিকার রক্ষা মঞ্চের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন । মূল আলোচকরা ছিলেন, কলকাতা ক্ষুদিরাম বসু সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর আফসার আলী মহাশয়, খিদিরপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শামসুল আলম, নলহাটি কলেজের অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম, নলহাটি কলেজের অধ্যাপক সুজন মন্ডল। বক্তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে সংরক্ষণ কোন সামাজিক প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে প্রয়োজন হয়েছিল এবং এই সংরক্ষণের আওতায় কারা এসেছিল তা বিস্তারিতভাবে এবং তথ্য সহকারে আলোচনা করেন।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে আরো বলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও দেশভাগের পর কোনো সরকারই মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেনি। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় চিরদিনই বঞ্চিত হয়েছে।

২০১০ সালের পর থেকে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় আসার ফলে মুসলমান ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা ও চাকরির ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুযোগ পাচ্ছিল। ফলে খুব ধীরগতিতে হলেও এগুচ্ছিল । কিন্তু মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট ২০১০ সালের পর থেকে সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করায় সেই সুযোগগুলোর দরজা মুসলমানদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। যদিও সুপ্রিম কোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এবং মুসলমানদের কিছু সংস্থা আপিল করেছে, কিন্তু সেই রায় কোন দিকে যায় তা বলা কার্যত অসম্ভব। বক্তারা আরও বলেন যে ওবিসি সংরক্ষণ রাজ্য সরকার বিধানসভায় নতুন আইন এনে আবার মুসলমান সম্প্রদায়কে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় হিসাবে এই সংরক্ষণের আওতায় এনে তাদের ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে। বক্তাদের বক্তব্য থেকে আরো উঠে আসে যে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি জনসচেতনতা করে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কালিয়াচকে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে দোষীদের ফাঁসির দাবি উঠল

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটা ব্লকে কোলকাতার আর জি কর হাসপাতালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিবাদ মিছিল ও সঠিক তদন্তের দাবিতে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি নেওয়া হয়। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি মালদহের কালিয়াচক-১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কালিয়াচক হাই স্কুল ময়দান হতে কালিয়াচক চৌরঙ্গী হয়ে বালিয়াডাঙ্গা থেকে আবার কালিয়াচক চৌরঙ্গী মোড়ে এসে এই মিছিল শেষ হয়। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন, মালদা জেলা পরিষদ ভূমি সংস্কার কর্মদক্ষ আব্দুর রহমান, তৃণমূল কংগ্রেস মালদা জেলা সহ সভাপতি এসারুদ্দিন মণ্ডল (রুকু), কালিয়াচক-১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সারিউল সেখ, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অলিউল সেখ, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কামাল হোসেন, হায়দার আলি মোমিন, ব্লক সভানেত্রী দিলরুবা খান, মালদা জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস এর সদস্যা আইরিন বানু সহ একাধিক জেলা, ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব এবং দলের অসংখ্য কর্মীবৃন্দরা বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

সিবিআইকে কাঠগড়ায় তুলে বিক্ষোভ মিছিল বড়ঞ্চায়

সাবের আলি ● বড়ঞ্চা

আপনজন: আরজিকর ঘটনায় এখনো সিবিআই কোন পদক্ষেপ নেয়নি দোষীদের এখনো ধরতে পারিনি তাই তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভ মিছিল হয় বড়ঞ্চা থানার চত্বরে। মুখ্যমন্ত্রীসমস্ত ব্লক স্তরে অবস্থান-বিক্ষোভ করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। তার পরিপেক্ষিতে বড়ঞ্চা ব্লকের, অবস্থান বিক্ষোভ ও র‍্যালি বের করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস উদ্যোগে। এদিন একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।এই মিছিল বড়ঞ্চা এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় বড়ঞ্চা থানার সামনে এসে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। তৃণমূল নেতা আবুবক্কার জানান, সিবিআই এতদিন কি করছে দোষীদের ধরতে পারছে না কেন দোষীদের শাস্তির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী পথে হেঁটেছেন আমরা তার সাথে। প্রতিবাদ মিছিল জানায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে সিবিআই এখনো তাদের ধরতে পারিনি কি করছে সিবিআই দোষীদের শাস্তির দাবিতে আমাদের প্রতিবাদ মিছিল।

বড়ঞ্চা দক্ষিণের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সমিরন মন্ডল বলে, আমরা যা দেখছি এখনো অব্দি সিবিআই কিছুই করতে পারেনি। চাই ধর্ষণ খুনের দোষীর ফাঁসি হোক।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জেসমিন আহমেদ বলেন, ডাক্তারি পড়ুয়া খুনে দোষীর শাস্তি দাবি করছি।

আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে উলুবেড়িয়ায় মিছিলে মন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আরজি কর কাণ্ডে চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও দোষীদের ফাঁসির দাবিতে বীরশিবপুরে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস।শনিবার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই মিছিল হয়।এদিন বীরশিবপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কুলগাছিয়ার সুপার মার্কেট পর্যন্ত প্রায় ৪ কিমি পথ পায়ে হেঁটে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়।মিছিলে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়।এছাড়াও ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল চন্দ্র কর,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,মহেশপুর অঞ্চল তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি আজিজুল ইসলাম মোল্লা,মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত উপ-প্রধান সেখ সাহাবর,চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস,হাওড়া গ্রামীণ জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা দীপঙ্কর ঘোষ,সেখ মুজিবর রহমান,

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেলিম মোল্লা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শাস্তির দাবিতে কেশপুর ব্লক তৃণমূলের মহামিছিল

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত হলো মহামিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। অবস্থান বিক্ষোভ হওয়ার আগে কেশপুর সুকুমার সেনগুপ্ত মহাবিদ্যালয় মোড় থেকে একটি মহা মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শেষ হয় কেশপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে। কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা পা মেলান মিছিলে। মিছিল শেষে কেশপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ কর্মী সমর্থকরা অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ধরে চলে অবস্থান কর্মসূচী। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন কেশপুরের বিধায়ক তথা পঞ্চায়েত ও গ্রামউন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ পাঁজা, ব্লক যুব সভাপতি আসিফ ইকবাল , পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গরই, জেলা পরিষদের দলনেতা মহম্মদ রফিক, জেলা পরিষদ সদস্য শ্যামল আচার্য্য, কেশপুর ব্লক মহিলা নেত্রী হাবিবা বেগম, ব্লক এবং অঞ্চলের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে বিজেপি কে তুলাধূনা করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। পাশাপাশি আর.জি.কর কাণ্ডে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ করে অবিলম্বে ফাঁসি দিতে হবে।

ভাঙড়ে সাড়ম্বরে চালু হল বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের সোন্দালিয়াতে চালু হল বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। সোন্দালিয়া শিশু বিকাশ একাডেমির ঘরে এই উপলক্ষে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টি হয় ৩১ আগস্ট ২০২৪ শনিবার বিকালে। সিতুড়ি পূর্ব পাড়া বিদ্যা কেন্দ্র ও বোদরা মহেশ্বর পাড়া বিদ্যা কেন্দ্র সহ ২৫ টি কেন্দ্র চালু হয়েছে এদিন। কেন্দ্র গুলি ভাঙড় ১ নম্বর, ভাঙড় ২ নম্বর ব্লক ও হাড়োয়া ব্লকের মধ্যে। ২৫ টি কেন্দ্রে ২৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র গুলি পরিচালনা করবে সোন্দালিয়া মাইনোরিটি এ্যান্ড ব্যাক ওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সহযোগিতা করবে রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে থেকে এদিন শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া শিক্ষকদের হাতে। এদিন ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি অভিনেতা যুধাজিৎ বন্দোপাধ্যায় ও বিশেষ অতিথি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও চিকিৎসক আব্দুর রশিদ মোল্লা। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চন্দনেশ্বরে ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গোপাল চন্দ্র মন্ডল, শিক্ষার্থী সাদরিফাদ মোল্লা প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোলাম রসুল মোল্লা, নুরুল হক মোল্লা, চন্দনেশ্বরে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোস্তফা আহমেদ প্রমুখ।

বিধায়কের নেতৃত্বে বিক্ষোভ জয়নগরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে শনিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের উপস্থিতিতে জয়নগর ১ নং ব্লকের উওর দূর্গাপুর লাইব্রেরীর মোড় থেকে সিপিআইএম ও বিজেপি'র সম্মিলিত চক্রান্ত শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার এবং বাংলার সম্মানকে কুলষিত করার বিরুদ্ধে এবং আর.জি.কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার দোষীদের ফাঁসি চাই ও সিবিআই তদন্ত দ্রুত সম্পুর্ণ করার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলালেন তৃনমূল কংগ্রেসের বহু মহিলা ও পুরুষ কর্মীরা।এই মিছিল জয়নগর থানার মোড়ে এসে শেষ হয়।আবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ মোড় থেকে জয়নগর থানার মোড়ে আর একটি মিছিল এসে শেষ হয়। জয়নগর মজিলপুর টাউন এলাকার একটি মিছিল ও জয়নগর থানার মোড়ে এসে শেষ হয়। তিনটি মিছিল মিলিত হয়ে জয়নগর থানার মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন এই অবস্থান বিক্ষোভ উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল

কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর ২ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল নস্কর,জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,তৃনমুল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখ,ওয়াহিদ মোল্লা, কর্নকান্তি হালদার,সাহাবুদ্দিন শেখ,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ আরো অনেকে। একই দাবিতে এদিন কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের উদ্যোগে জালাবেড়িয়া -২ গ্রাম পঞ্চয়েতের অন্তর্গত কাঠখালী থেকে জামতলা ব্রিজ পর্যন্ত সু-বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ সংঘটিত হয়।

রামপুরহাট কলেজে প্রতিবাদ মিছিল

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: সাধারণ মানুষের মুখে একটাই কণ্ঠস্বর আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে লাগাতার জারি রয়েছে বিক্ষোভ এবং মিছিল ,আসল দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাত দখলের লড়াইয়ের জন্য পথে নেমেছেন শহর থেকে শুরু করে গ্রাম গঞ্জের মহিলারা। রাত্রিবেলায় মহিলাদের সুরক্ষা দিতে হবে এই দাবি নিয়ে,কখনো মোশাল মিছিল, কেউ মোমবাতি হাতে নিয়ে মিছিল কখনো প্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল হয়।

সেই মতো রামপুরহাট কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আজ পথে নামলেন ,তাদেরও একটাই দাবি দোষীদের যেন শাস্তি হয় ইউ ওয়ান জাস্টিস । এই মিছিলের আয়োজন করেছিলেন রামপুরহাট ১নং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিকি আলী সহ - সভাপতি সাহিল ইলিয়াসী থেকে কলেজ ব্লক টাউন শুরু করে সকল নেতৃত্ববৃন্দ।

রামগিরি মহারাজের মন্তব্যের নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করণদিঘী

আপনজন: মহারাষ্ট্রের নাসিকের রামগিরি মহারাজের সাম্প্রতিক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসা. সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে করনদীঘি থানায় এফআইআর দায়ের করেছে রসাখোয়া সুন্নি ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশনাল সোসাইটি।

শনিবার এই সোসাইটির প্রতিনিধি দল করনদীঘি থানার আ.সি র সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং রামগিরি মহারাজের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। উপস্থিত ছিলেন মুফতি মহম্মদ জুলফিকার আলি, সেখ সামসুল, এবং মাওলানা সামিম সাহেব। তাঁরা জানান, নাসিকের রামগিরি মহারাজের এই ধরনের মন্তব্য সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির জন্যও হুমকিস্বরূপ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভুতনীর চরে ত্রাণ শিবিরে বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার মানিকচকের ভুতনীর চন্ডীপুর হাইস্কুলের সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া বন্যা দুর্গতরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ত্রাণের রান্না করা খাবারের মান নিয়ে। আর এই ঘটনায় তৃণমূল-বিজেপিকে একহাত নিলেন সিপিআইএম।এই নিয়ে আগামী দিনে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন মানিকচকের সিপিআইএম নেতৃত্ব। খিচুড়ির নামে মিলছে শুধুই জল।নিম্নমানের খাবার পরিবেশন বন্যার্থীদের জন্য এমনটাই অভিযোগ।সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল। ভুতনির দক্ষিন চন্ডিপুর হাই স্কুলের ছবি বলে খবর। খিচুড়ি পরিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত জেলা পরিষদ সদস্যা। দক্ষিন চন্ডিপুর স্কুলে সেই খাবার পৌঁছতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বন্যা কবলিত এলাকার বাসিন্দারা।তাদের অভিযোগ করেন খিচুড়ির বদলে শুধুই রয়েছে হলুদ গোলা জল। আর এই বিষয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।এনিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

ইটভাটায় ভয়াবহ ডাকাতি বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর শান্তিনিকেতন থানার রুপপুর পঞ্চায়েত ইসলামপুর।অন্তর্গত ভয়াবহ ডাকাতি, রাত্রি বারোটা পঞ্চান্ন নাগাদ একদল দুষ্কৃতী বন্ধু ইটভাটার ডাকাতির উদ্দেশ্যে আসে এবং ইটভাটার ম্যানেজার অনুপ কুমার বৈরাগ্য বেধক মারধর করে টাকা পয়সা এমনকি জেসিপি গাড়ির পাস সহ আরো অন্যান্য জিনিসপত্র সর্বস্ব লুটপাট করে ডাকাতের দল পালিয়ে যায় এবং ম্যানেজারের হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে চলে যাই। ভোরের দিকে যখন ইটভাটা লোকজন আসে তখন দেখতে পাই অনুপ কুমার বৈরাগ্য হাত-পা বাঁধায় অবস্থায় পড়ে আছে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করা হয়। তারপর বন্ধু ইট ভাটার মালিক খবর দেওয়া হয় এবং মালিক আসেন আসেন। এরপর ম্যানেজারকে শান্তিনিকেতন থানাই নিয়ে এসে অভিযোগ দায়ের করে। এই ঘটনা শান্তিনিকেতন থানা পুলিশ তদন্ত করছেন।

হনুমানের তাণ্ডবে আতঙ্কিত দুটি গ্রাম

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বেশ কয়েকদিন যাবৎ বীরভূম জেলার লোকপুর থানার খন্নি ও ভালুকতোড় গ্রামের সমস্ত মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিনযাপন করছেন হনুমানের তান্ডবে।বিশেষ করে রাতের অন্ধকারে হনুমানটির তান্ডব বেশি বলে গ্রামবাসীদের বক্তব্য। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন ছেলেরা সারারাত জেগে পাহারা দিতে বাধ্য হচ্ছে। নাকড়াকোন্দা বন দপ্তরে এবিষয়ে খবর দেওয়া হলে উনারা একটা খাঁচা দিয়েই দায় সারেন।গ্রামের মানুষেরা জানান হনুমানের ভয়ে দিবারাত্রি আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো থেকে শুরু করে বাজার সহ বাইরে যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ।সত্বর হনুমানটি খাঁচাবন্দি না হলে আরও অনেকেই জখম হবেন বলে আতঙ্ক এলাকাবাসীর।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: আল কিন্‌দি: একজন আধ্যাত্মিক দার্শনিক
- নিবন্ধ: দেশে দেশে তামাক সেবনের কাণ্ড, হয়েছিল ১০ বছরের কারাদণ্ডও
- অণুগল্প: এক চিলতে রৌদ্দুর
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: ও মেয়ে

একজন আধ্যাত্মিক দার্শনিক

আল কিন্‌দি

আল কিন্‌দি আরবের কিন্‌দা গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। এই গোত্রটি ছিল তৎকালীন আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোত্র, যাদের ইসলামের স্বর্ণযুগের প্রাথমিক পথপ্রদর্শক মনে করা হয়। আল কিন্‌দির দর্শন বেশ শক্তিশালী হলেও সমসাময়িক আরো অনেকেই তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আরবরা আল কিন্‌দিকে 'ফিলসফার অব আরব' খেতাব দেয়। লিখেছেন সাইফুল ইসলাম...

"পৃথিবীতে যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে সত্য।"- আল কিন্‌দি

যদি প্রশ্ন করা হয়, কী সেই অন্তর্নিহিত সত্য? আল কিন্‌দি উত্তর দেবেন, 'সৃষ্টিকর্তা'। দর্শন মানেই হচ্ছে সত্যের সন্ধান। আর আল কিন্‌দির নিকট এই সত্যের মূলে হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। তার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাজ 'অন ফার্স্ট ফিলসফি'র অপর নাম অনেকে তাই বলে থাকেন 'স্টাডি অব গড'। সৃষ্টিকর্তার অধ্যয়ন? হ্যাঁ, আল কিন্‌দি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কেই অধ্যয়ন করবার চেষ্টা করেছেন। যেখানে অ্যারিস্টটলের দর্শন ছিল অস্তিত্ববান সকল সত্য নিয়ে কাজ করা, সেখানে কিন্‌দির দর্শন সৃষ্টিকর্তার খোঁজ করা। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টিকর্তাই সকল পার্থিব অস্তিত্বের কারণ। আর তাই সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে ভাবনার মধ্যেই পার্থিব সকল দর্শন নিহিত। তাহলে কী দাঁড়ালো? অ্যারিস্টটলের দর্শন আর কিন্‌দির দর্শন এক সুতোয় গাঁথা। আল কান্‌দির দর্শন আলোচনা করতে গেলে অনেকেই তাকে ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত মনে করেন। কিন্তু আল কিন্‌দি সর্বদা ধর্ম আর দর্শনের মাঝে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। মেটাফিজিক্স বা আধ্যাত্মবাদ নিয়ে তার সমৃদ্ধ দর্শনকে ধর্মতত্ত্বের সাথে মেলানোটা বোকামি। তিনি সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং এর পক্ষে প্রমাণ স্থাপন করেছেন। তিনি পুরো পৃথিবীজুড়ে পরিবেশ প্রকৃতির প্রতিটি অংশে খুঁজে পেয়েছেন অসংখ্য ঐক্যের উদাহরণ, যারা প্রত্যেকেই একাধিকের সমন্বয়ে গঠিত। উদাহরণস্বরূপ, লাখো প্রজাতির সংখ্যাধিক্যের ঐক্যে গঠিত এক প্রাণিজগৎ। আবার এতো প্রজাতির মাঝে মানবজাতি একটি বিশেষ প্রজাতি হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। তবে সকল স্বাতন্ত্র্যের ঐক্যেই গঠিত হয়েছে মানবজাতি। আর এসবই রূপকার্থে এক ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে। পৃথিবীর সকল ভিন্নতাই শেষতক একসূত্রে গাঁথা। সেই ঐক্যর মাঝেই রয়েছেন ঈশ্বর। "আর এভাবেই আমরা খুঁজে পাই অনুপম সেই একজনকে, যার কোনো আকার নেই, ওজন নেই, মাত্রা নেই, নেই কোনো গোত্র, বর্ণ, প্রজাতি কিংবা স্বাতন্ত্র্য। পার্থিব কোনোকিছুর সাথে তিনি অতুলনীয়, তথাপি সবকিছুর মধ্যে তিনি বিদ্যমান। সকল ঐক্যের মাঝে তিনি উপস্থিত। তিনি ধ্রুব সত্য।"- অন ফার্স্ট ফিলসফি, ৪র্থ অধ্যায়। আল কিন্‌দি আরবের কিন্‌দা গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। এই গোত্রটি ছিল তৎকালীন আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোত্র, যাদের ইসলামের স্বর্ণযুগের প্রাথমিক পথপ্রদর্শক মনে করা হয়। আল কিন্‌দির দর্শন বেশ শক্তিশালী হলেও সমসাময়িক আরো অনেকেই তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আরবরা আল কিন্‌দিকে 'ফিলসফার অব আরব' খেতাব দেয়। ইতিহাসবিদরা মনে করেন তার বংশগত প্রভাবের কারণেই তিনি সমসাময়িকদের তুলনায় অধিক খ্যাতি পেয়েছিলেন। তার দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চা ছিল প্রবলভাবে গ্রীক অনুবাদ দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল কিন্‌দির সবচেয়ে বড় প্রভাবক তথা আদর্শ ছিলেন অ্যারিস্টটল। দর্শনকে কিছুটা আধ্যাত্মবাদ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করাই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাছাড়া তার

দর্শনে অ্যারিস্টটলীয় এবং নিওপ্লেটোনিক চিন্তার সংমিশ্রণও দেখা যায়। সবমিলিয়ে আল কিন্‌দির দর্শন ও চিন্তার প্রভাবের উৎস খুঁজতে গেলে বারবার প্রাচীন গ্রীক দর্শনেই ফিরে যেতে হবে। এক্ষেত্রে তার পরিবার এবং জন্মকাল যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। আল কিন্‌দির জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি যেহেতু খলিফা মামুন এবং মুতাসিম এর দরবারে কাজ করেছিলেন, সেহেতু ধারণা করা হয় যে তার জন্ম ৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। এ সময়ে আরবের মুসলিমদের মাঝে গ্রীক ও রোমান ক্লাসিক্যাল দর্শন পাঠের বৈপ্লবিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। প্রচুর পরিমাণে গ্রীক দর্শন অনুদিত হতে থাকে। ফলে এই সময়কালে জন্ম নেয়া মনিষীগণ স্বাভাবিকভাবেই গ্রীক দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অন্যদিকে বসরায় জন্মগ্রহণ করা আল কিন্‌দি ইরাকের বাগদাদে পড়ালেখা করেন। বাগদাদে তখন অনুবাদের যে ধারা শুরু হয়েছিল, তাকে বলা হতো 'অনুবাদ বিপ্লব'। সম্ভবত কৈশোর পার করেই তিনি অনুবাদের কাজে লেগেছিলেন। সরাসরি অনুবাদ করতেন না তিনি। তবে অনুবাদকদের অন্যান্য কাজে সহায়তা করতে গিয়ে শিখেছিলেন অনেককিছু। এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণের মাঝে বিতর্ক রয়েছে যে তিনি আমৃত্যু অনুবাদের সাথে জড়িত ছিলেন কিনা। অন্যদিকে ৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে আমরা জানলেও এ ব্যাপারেও ইতিহাসবিদগণ নিশ্চিত নন। দশম শতকের শ্রেষ্ঠ বই বিক্রেতা এবং প্রকাশক ইবনে আল নাদিম অসংখ্য মুসলিম বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকের বইয়ের তালিকা বা 'ফিরিস্ত' তৈরি করেছিলেন, যার কারণে আমরা আজ ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাওয়া অনেক বইয়ের কথাও জানতে পারছি। আল কিন্‌দির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। তার খুব কম বই আধুনিক যুগ পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছে। কিন্তু ইবনে আল নাদিমের ফিরিস্ত থেকে আমরা জানতে পারি, বিজ্ঞান এবং দর্শনের উপর শতাধিক বই লিখেছিলেন আল কিন্‌দি। তার কাজগুলো তাকে দার্শনিক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেও তার দর্শন সংক্রান্ত বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যাই বেশি! বলা বাহুল্য, আল কিন্‌দির কাজের উপর ভিত্তি করে তার পরিচয় বিজ্ঞানী হতেই পারতো। কিন্তু সেগুলো হারিয়ে যাওয়ায় তাকে দার্শনিক হিসেবে পরিচিত করেছে তার একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে সম্পূর্ণরূপে টিকে থাকা 'অন ফার্স্ট ফিলসফি'। এই বইয়ের মূল কপি, কিন্‌দির নিজ হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত আছে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। মনস্তত্ত্ব নিয়ে কিন্‌দির বিখ্যাত কাজগুলো হচ্ছে 'অন স্লিপ অ্যান্ড ড্রিম', 'ডিসকোর্সেস অন সোল', 'দ্যাট দেয়ার আর ইনকরপোরিয়াল সাবস্ট্যান্স', 'অন ডিসপেলিং সরোস' ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কেবল শেষোক্তটিই টিকে আছে আজ অবধি। সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়েও কাজ করেছেন এই গুণী পণ্ডিত। 'অন দ্য এজেন্ট কজ অব জেনারেশন অ্যান্ড করাপশন' এবং ' অন দ্য প্রোস্ট্রেশন অব দ্য আউটারমোস্ট স্ফিয়ার' নামে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন আল কিন্‌দি। আবহাওয়াবিদ্যা এবং পূর্বাভাস নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই বইগুলোতে। অন্যদিকে গণিতশাস্ত্রেও যে তার দক্ষতা রয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে 'অন পারস্পেক্টিভ'। আল কিন্‌দির মনোবিজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাভাবনা ছিল তৎকালীন সময়ের তুলনায় যথেষ্টই উন্নত। 'দ্যাট দেয়ার আর ইনকরপোরিয়াল সাবস্ট্যান্স' বইটির মূল আলোচনাই আত্মাকে ঘিরে। নানান যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আল কিন্‌দি এ কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন বা করেছেন যে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই একটি অশরীরী, অপার্থিব, নিরাবয়ব কিছু একটা রয়েছে, যা এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। এটি আত্মা। আত্মার ভিন্নতাই মানুষের চিন্তা-চেতনা, মননে আর ব্যক্তিত্বে ভিন্নতা আনে। আত্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার জ্যোতি। এই জ্যোতি মানুষকে আলোকিত করে। এখানে জ্যোতি দ্বারা আল কিন্‌দি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সৃষ্টিকর্তার গুণাবলী মানবাত্মার মধ্যে মিশে আছে। তিনি এসব গুণের খোঁজ করার তাগিদ দিয়েছেন। অন্যদিকে 'ডিসকোর্সেস অন সোলস' বইটিতে আল কিন্‌দি মৌলিক ব্যাখ্যার চেয়ে বরং অ্যারিস্টটল আর প্লেটোর বিভিন্ন তত্ত্বের উদাহরণ টেনে ব্যাখ্যা করেছেন। আল কিন্‌দির মতে, আমাদের আত্মার প্রকৃত রূপটি হচ্ছে বিচক্ষণ, যুক্তিসঙ্গত এবং নৈতিক। কিন্তু বাহ্যিক পৃথিবীর নানা চাকচিক্য একে কলুষিত করলে এর একটি বিকৃত রূপ সৃষ্টি হয়। দেহের মৃত্যুতে সেই বিকৃত আত্মার মৃত্যু হলেও বেঁচে থাকে শুদ্ধ আত্মা! বুঝতে পারছেন না? শুদ্ধ আত্মা মানেই তো ন্যায় নৈতিকতা আর বিচক্ষণতা, যা মৃত্যুর পরও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে বেঁচে থাকে। 'অন ডিসপেলিং স্যাডনেস' বইটিতে আল কিন্‌দি মানবাত্মাকে জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে দর্শনের মাধ্যমে সান্ত্বনা খোঁজার পরামর্শ দিয়েছেন। তার মতে, পৃথিবীতে যা কিছুর বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে, তারই অশুদ্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ এসব বাহ্যিক বস্তু (বাড়ি, জমিজমা, অলঙ্কার ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী ইত্যাদি) প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকবে এবং এদের দ্বারা বা এদের জন্য কত পাপ সংঘটিত হবে, তার কোনো হিসাব নেই। অথচ আত্মা পূতপবিত্র এবং অবিনশ্বর। তাই নশ্বর বস্তুজগতের মোহে অন্ধ না হয়ে আত্মার অনুসন্ধান করতে হবে। নিজের বসবাসের ঘরখানি জাঁকালোভাবে না সাজিয়ে আত্মাকে সজ্জিত করতে হবে জ্ঞান দিয়ে আর পুণ্য দিয়ে। এবং যে ব্যক্তি একবার বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে স্ব-আত্মার সন্ধান করতে শুরু করে, তার জীবনে দুঃখের অস্তিত্ব থাকে না। আল কিন্‌দির সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল এই যে, তিনি স্থানীয় মুসলিম দর্শনের সাথে পাশ্চাত্য এবং ক্লাসিক্যাল গ্রীক দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আধ্যাত্মিকতার সাথে তিনি আধুনিকতার সংমিশ্রণ করেছেন। আজ তার কথা খুব একটা স্মরণ করা না হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন দার্শনিক এবং জ্যোতির্বিদও। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মধ্যযুগে পশ্চিমে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম নামটিই ছিল আল কিন্‌দি। কিন্তু তার জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গবেষণার কোনো কিছুই যথার্থভাবে টিকে নেই, যা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব। তথাপি নিজের প্রধান কাজগুলো হারিয়েও আল কিন্‌দি আজ আধ্যাত্মিক দার্শনিক হিসেবে ভাস্বর। তার পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিকতার দার্শনিকগণ তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং এখনো সে ধারা অব্যাহত রয়েছে।

দেশে দেশে তামাক সেবনের কাণ্ড, হয়েছিল ১০ বছরের কারাদণ্ডও

ফৈয়াজ আহমেদ

ধূমপানের ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই নেটিভ আমেরিকানরা ধূমপান করতো। সেই হিসেবে নেটিভ আমেরিকানদের ধূমপানের উদ্ভাবক বলা চলে। শুধু তাই নয়, ধূমপানের মতো খারাপ অভ্যাস যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল। বেশ কিছু সংস্কৃতিতে এর ব্যাপক গুরুত্ব ছিল। সেসব সংস্কৃতির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আগে মনকে শুদ্ধ করতে মানুষজন ধূমপান করতেন। সব সংস্কৃতির ধূমপানের পদ্ধতি যে একরকম ছিল, এমন চিন্তাভাবনা করে থাকলে আপনার ভাবনা ভুল। প্রতিটি সংস্কৃতির ধূমপানের পদ্ধতিও ছিল আলাদা। নেটিভ আমেরিকানরা ধূমপান করতো তামাক পাতা দিয়ে, কারণ এই অঞ্চলে এটিই বেড়ে উঠেছে। ভারত বা আফ্রিকার মতো অঞ্চলের মানুষজন করতো গাঁজার ব্যবহার করতো। কারণ এর উৎপাদন ও উৎপত্তি এখানেই সবচেয়ে বেশি। সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন সংস্কৃতির ধর্মীয় যাজক বা নেতারাও ধূমপান করেছেন। তাদের এই বিষয়ে মতামত ছিল ধূমপানের মাধ্যমে মানুষ ঐশ্বরিক আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। ধূমপানের বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বা অঞ্চল এগিয়ে থাকলেও, ইউরোপীয়রা এই বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ১৫ শতকের আগ পর্যন্ত কেউ জানতোই না ধূমপান কী। ইউরোপীয়রা প্রথম ধূমপান সম্পর্কে জানতে পারে আমেরিকা আবিষ্কার করা অভিযাত্রীরা ইউরোপে ফিরে আসলে। ইউরোপে ধূমপান নিয়ে আসা প্রথম ব্যক্তি হলেন 'রদ্রিগো ডি জেরেজ'। তিনি আসলে বিখ্যাত এক্সপ্লোরার ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অনুসন্ধান ক্রুর অংশ ছিলেন, যা আমেরিকাকে কেন্দ্র করে। ১৪৯২ সালে আমেরিকার ভূমিতে তাদের নেটিভ আমেরিকানদের একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারা নেটিভ আমেরিকানদের সঙ্গে উপহার বিনিময় করে এটা বুঝাতে যে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করার জন্য এখানে আসেনি। তারা শুধু নতুন দেশ আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে এসেছে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও তার অভিযাত্রীরা উপহার হিসেবে তাদের জামা-কাপড়, খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়েছিল। আর এর বিপরীতে নেটিভ আমেরিকান উপজাতিটি তাদের তামাক দিয়েছিল। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও তার অভিযাত্রীদলের কেউই জানতো না যে এই ভেষজগুলো কীসের জন্য। যদিও নেটিভ আমেরিকানরা বুঝিয়ে বলেছিল যে এগুলো বিলাসবহুল জিনিস। কলম্বাসের জাহাজের অন্যান্য ক্রুদের মতো রদ্রিগো ডি জেরেজ ও মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন, তারা এই তামাক দিয়ে কী করেন। আমেরিকা আবিষ্কারের কিছুদিন পর যখন কলম্বাসের অভিযাত্রী ইউরোপে ফিরে যাচ্ছিল। তখন জেরেজ নিজের সঙ্গে কিছু তামাক নিয়ে নেন এবং তার ইচ্ছে ছিল নেটিভ আমেরিকানরা যেভাবে ধূমপান করেন তিনিও সেভাবে ধূমপান করবেন। নেটিভ আমেরিকান সেই উপজাতির ধূমপান দেখে তিনি এটা বুঝেছিলেন যে তামাক দিয়ে ধূমপান করলে তা শরীর ও মনের মধ্যে একটি শান্ত এবং শিথিল প্রভাব ফেলে। স্পেনে ফিরে যাওয়া জাহাজে বসেই তিনি প্রথমবার ধূমপান করেন। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের অভিযাত্রীদের জাহাজ স্পেনের সেভিলার আয়ামন্টে বন্দরে পৌঁছালে, জেরেজ জনসমক্ষে ধূমপান করার সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণ মানুষজন তার নাক ও মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হতে দেখে ভেবে বসেছিল শয়তান হয়তো মানুষের রূপে পুনর্জন্ম নিয়েছে। যেহেতু এটি ঘটেছিল স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের সময় (১৪৭৮-১৮৩৪) তাই রদ্রিগো ডি জেরেজকে তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করা হয়েছিল। জেরেজ কর্তৃপক্ষকে দেখিয়েছিলেন যে আমেরিকা থেকে আনা তামাক গাছের কারণে ধোঁয়া তৈরি হয়েছিল।

প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও, সেই সময় যেহেতু স্পেন ক্যাথলিক সম্রাটদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তারা জানত যে তাকে মুক্ত করতে দিলে সাম্রাজ্যের মাঝে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত তৈরি হবে। আর তাই তাকে ১০ বছরের জন্য বন্দী করে রাখা হয়েছিল, যাতে লোকেরা তাকে ভুলে যায় এবং মনে করে রাষ্ট্র সেই মানুষ রূপী শয়তানকে হত্যা করেছে (ধূমপানের সময় মানুষজন তাকে পৈশাচিক ও শয়তানের আত্মা বলে ধরে নিয়েছিল এবং তা পুরো রাজ্যে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল)। আর সেই সঙ্গে স্পেন সম্রাট কর্তৃক তামাক গাছকে অপবিত্র বলে নিষিদ্ধ করা হয়। নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তামাকের আক্রমণ থেকে ইউরোপকে কেউ বাঁচাতে পারেনি। ১৬ শতক থেকে ইউরোপের উপনিবেশবাদীরা আমেরিকায় বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। সেই সঙ্গে তারা তামাক ব্যবসা ও শুরু করে, আর মুহূর্তেই তা পুরো ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৯ শতকের শেষ দিকে সিগারেট আবিষ্কার হওয়ার আগ পর্যন্ত একটি ব্যয়বহুল পাইপ থেকে ধূমপান করাটাই ছিল বেশিরভাগ লোকেরা তামাক ধূমপান করার একমাত্র উপায়।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

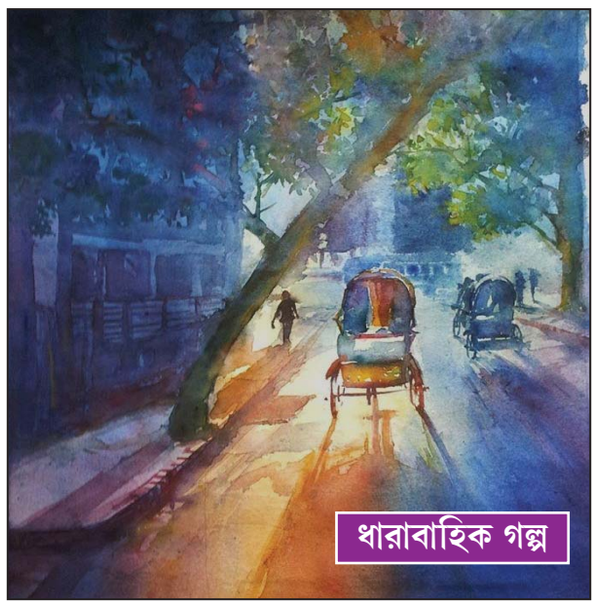

'স্লামাইকুম আন্টি।' রায়হান সালাম ঠুকলো।
'ওয়ালাইকুম আসসালাম।' রিজিয়া বেগম সালামের উত্তরটা দিয়ে রায়হানের আপাদ মস্তক ভালো করে দেখে বলল, 'তাহলে তুমিই রায়হান?'
'জ্বী।' রায়হানের সহজ সরল জবাব।
রিজিয়া বেগম পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রায়হানের বড় ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই রায়হানের বড় ভাই?'
'হ্যাঁ; আপনি ঠিকই ধরেছেন।' নাসির উদ্দিনের উত্তর।
'সময় করে আপনারা আমাদের বাড়িতে আসুন। চুটিয়ে গল্প করা যাবে। দেখি এই কলির রাধা-কৃষ্ণকে এক করা যায় কী না।'
রিজিয়া বেগমের মুখ থেকে এ কথা শুনে নাসির উদ্দিন বলল, 'ওরা দু'জন যখন দু'জনকে পছন্দ করে তখন আমাদের কোন অমত নেই।'
রিজিয়া বেগম বলল, 'তাহলে আর দেরি করার কোন মানেই নেই। আগামী শুক্রবার আমাদের ওখানে আসতে কোন আপত্তি নেইতো?'
'আপত্তি থাকবে কেন? আপনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে।' পাশে দণ্ডায়মান সূচনা বেগম কথাটি বলল। স্ত্রীর কথায় সাঁয় দেয় নাসির উদ্দিন।
নিজেদের সম্পর্কে মুরব্বীরা কথা বলছে শুনে রায়হান আর রূপা দু'জনে দুই দিকে সরে যায়। যাতে তাদের কেউ না দেখতে পারে সহজে।

চব্বিশ

শুক্রবার বিয়ের কথা আলোচনা করতে নাসির উদ্দিন আর সূচনা বেগম যায় রূপাদের বাড়ি। তাদের সাধ্যমত আপ্যায়ন করতে ভুললেন না রিজিয়া বেগম। তার সমস্ত কাজে সাহায্য করেছে রূপা আর হাসেম আলী। নাসির উদ্দিন রিজিয়া বেগমকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আঙ্কেল কী বাড়িতে নেই?'
নাসির উদ্দিনের এমন কথায় থতমত খেয়ে একপ্রকার অভিমানের সুরে রিজিয়া বেগম বলল, 'না; আসলে ব্যবসা ছাড়া তিনি কিছু চেনেন না। তাছাড়া তিনি সংসারের খোঁজও তেমন একটা নেন না। মেয়ের গায়ে হলুদের গন্ধ'র চেয়ে তার কাছে টাকার গন্ধ বেশি মূল্যবান। আমি আসলে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। বরং আপনি....।'
রিজিয়া বেগমের কথা শেষ না হতেই নাসির উদ্দিন বলল, 'কাকিমা আপনি আমার বয়সের অনেক বড়। আমাকে আপনি তুমি করে বলবেন।'
'তাই হবে বাবা। তাহলে হাসেম আলীকে বলি পঞ্জিকা আনতে?'
পঞ্জিকা আনতে হবে না। আমরা দিন তারিখ ঠিক করেই এসেছি। আপনাদের আপত্তি না থাকলে আগামী আটই ফাল্গুন শুক্রবারে চার হাত এক করতে পারি।'
'ভাল দিন। আপত্তি থাকবে কেন? তাহলে আগামী আটই ফাল্গুন দিন ধার্য হলো।' রিজিয়া বেগম বলল।
রায়হানের সাথে বিয়ে ঠিক হবার খুশিতে একা একা ঘরের ভিতরে নাচতে ইচ্ছে করে রূপার। ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'এসো নিপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে....' গানটা চালিয়ে দেয়। গান শোনে আর আগামী দিনের মধুর স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকে বালিশে মুখ গুঁজে।
'তুমিতো সারাদিন বাইরে বাইরে ব্যবসার কাজে থাকো। এদিকে মেয়ে যে বড় হয়েছে সেদিকে খেয়াল আছে।' স্বামীকে উদ্দেশ্য করে রিজিয়া বেগম কথাটা বলল।
'খেয়াল রাখিনা মানে! অবশ্যই রাখি। ও তোমাকেতো বলাই হয়নি; এই শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ রহমানের একমাত্র ছেলের সাথে রূপার বিয়ের কথা আজ পাকা করে এলাম।' গলা থেকে টাই খুলতে খুলতে কথাটি বলল সোলাইমান বেগ।
স্বামীর এমন কথায় যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে রিজিয়া বেগমের। চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, 'কী বলছো এসব!'
'আকাশ থেকে পড়লে মনে হয়?'
'তুমি একা একা তাদের কথা দিলে কীভাবে? তাছাড়া মেয়ের পছন্দ-অপছন্দেরতো একটা ব্যাপার থাকতে পারে।'
'মেয়ের আবার পছন্দ কী? আর মাহমুদ সব দিক দিয়ে রূপার যোগ্য। বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা কোন কিছুর অভাব নেই। আমি যেখানে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি সেখানেই বিয়ে হবে। এখানে কারো অনুমতি নেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'
'কিন্তু; আমি যে আজ....'
কথা শেষ করতে পারে না রিজিয়া বেগম। তার মুখের কথা মুখে থাকতেই সোলাইমান বেগ প্রশ্ন করে, তুমি যে আজ, কী?'
'রায়হানের ভাই-ভাবীকে পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি। আগামী আটই ফাল্গুন রূপার বিয়ে।'
'তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি। আমাকে না জানিয়ে তুমি কথা দিলে কীভাবে?' উত্তেজিত হয়ে ওঠে সোলাইমান বেগ।
'গতকালইতো তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। তুমি শোনোনি।'
'আমি এখনও শুনছি না। তুমি তাদের বলে দাও এ বিয়ে হবে না।'
'কিন্তু ওরা দু'জন দু'জনকে পছন্দ করে।'
'তাতে কী হয়েছে? এই বয়সে একজন আরেক জনকে পছন্দ করতেই পারে। তার জন্যে কী বিয়ে করতে হবে?'
'তুমি কী পাগল হয়েছো?'
সোলাইমান বেগ উত্তেজিত হয়ে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পাগল হয়েছি। আগামী পরশু রূপার বিয়ে মাহমুদের সাথে এ আমার শেষ কথা। আর হ্যাঁ, তুমি এ দিকের সব ব্যবস্থা করে ফেলো।' খাবার টেবিল থেকে উঠে যায় সে।
রিজিয়া বেগম সমূহ বিপদ দেখে স্ব-শব্দে কেঁদে ওঠে। পাশের ঘর থেকে বাবা-মায়ের মধ্যে এতক্ষণ যে কথা হলো তা সব শুনেছে রূপা। বাবা অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করেছে শুনে চোখের জলে বালিশ ভিজতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে। মনে মনে বলে ওঠে, না বাবা। তুমি এমন কাজ করতে পারো না। আমি যে রায়হানকে ভালবাসি। তাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। আমার মন প্রাণ সব জুড়ে আছে রায়হান আর রায়হান।
বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে রূপা। সোলাইমান বেগ ধীরে ধীরে আসে রূপার কাছে। বিছানায় বসে মেয়ের মাথায় হাত রাখে। মাথায় হাতের স্পর্শ পেয়ে সেদিকে তাকায় রূপা। রূপার চোখে জল দেখে সোলাইমান বেগ বলল, 'তোর চোখে জল কেন মা?'
'তুমি কী সত্যি আমার বিয়ে ঠিক করেছো বাবা?' রূপার প্রশ্ন।
'হ্যাঁ। তোর ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমারই। তুই কোথায় সুখে থাকবি তা আমারই খুঁজে দিতে হবে তো।'
'না বাবা; তুমি ঠিক করোনি। আমি রায়হানকে ভালবাসি। বিয়ে যদি করতেই হয় তবে তাকেই করবো।'
রূপার এমন কথায় রেগে ওঠে সোলাইমান বেগ। বলল, 'তাহলে তোর মা যা বলেছে তা সত্যি? আমি বেঁচে থাকতে আমার কথার নড়চড় হবে না।'
'তুমি কী আমাকে জোর করে বিয়ে দিতে চাও?'
'হ্যাঁ; মান সম্মানের জন্যে আমাকে তাই করতে হবে।'
'তা তুমি পারবে না বাবা। আমার জীবন থাকতে তুমি অন্য কারো সাথে বিয়ে দিতে পারবে না।'
'জীবন মরণ নিয়ে আমি ভাবি না। আমি যা বলেছি তাই হবে। আগামী পরশু তোর বিয়ে মাহমুদের সাথেই। আর হ্যাঁ আজ থেকে তোর বাইরে যাওয়া বন্ধ।'
'বাবা, তুমি আমার প্রতি এমন অবিচার করো না।' কাঁদতে থাকে রূপা। মেয়ের কান্না শুনে রিজিয়া বেগম এগিয়ে আসে। তার কোন ভাষা জানা নেই যা দিয়ে মেয়েকে সান্ত্বনা দেবে।
রিজিয়া বেগমকে দেখে সোলাইমান বেগ বলল, 'রূপা যেন আজ থেকে বাড়ির বাইরে না যায়। ঐ রায়হান না রায়হান বললে, ওদের কিছু জানাতে হবে না। আগে বিয়েটা ভালোই ভালোই হয়ে যাক। পরে তারা আপনা আপনি জেনে যাবে।'
রূপা কী করবে ভাবতে পারে না। পালিয়ে যাবে তারও উপায় নেই। সোলাইমান বেগ তার পাহারায় অফিসের দু'জন গার্ড এনে রেখেছে গেটের কাছে। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সে কিছুতেই বাইরে যেতে পারবে না। রায়হানের কাছে ফোন করবে তারও কোন উপায় নেই। বাড়ির টেলিফোন লাইনও কেটে দিয়েছে তার বাবা। বার দুয়েক বাইরে যাবার জন্যে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে রূপা। সারাক্ষণ ঘরে শুয়ে শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভেজাতে থাকে সে। তার কষ্ট লাঘব করার মতো কেউ নেই। রিজিয়া বেগম মেয়ের কাছে এসে বলল, 'তোর বাবা নাছোড় বান্দা। সে যা বলে তাই করে ছাড়ে। তুই রায়হানকে ভুলে যা মা।'
রূপা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি একথা বলতে পারলে মা? আমি যে রায়হানকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। এ মন- প্রাণ সব তাকে দিয়ে দিয়েছি অনেক আগেই।'
'কিন্তু বাস্তবকে তোর তো মেনে নিতেই হবে। মাহমুদ ভালো ছেলে। এই শহরের সর্বোচ্চ ধনী তার বাবা। ওখানে তুই সুখেই থাকবি। সেই তুলনায় রায়হান কিচ্ছু না।'
'রায়হানের যা আছে তাতেই ভালো থাকবো আমি; তুমি বুঝতে চেষ্টা করো।'
'আমি বুঝলে তো হবে না। তোর বাবা যদি না বোঝে তাহলে আমার কী করার আছে? এখন কিছু মুখে দে। কাল থেকেতো কিছুই খাসনি।'
'আমি জল পর্যন্ত স্পর্শ করবো না। তাতে যদি আমার মরণও হয় তাও ভাল। যাও তুমি খাওগে।'
কেঁদে ওঠে রিজিয়া বেগম। 'তুইতো মরবি- আমাকেও মারবি। তোকে ক্ষুধার্ত রেখে আমার মুখে ভাত উঠবে ভাবলি কী করে?'
'তুমি যাও মা, আমাকে একা থাকতে দাও। রায়হানকে না পেলে আমি মরবো এটা নিশ্চত।'
'না মা, একথা বলিস না। তুই যে আমার কলিজার টুকরো, চোখের মনি।' রূপাকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলে রিজিয়া বেগম।

পঁচিশ

রূপার কোন আপত্তিতে কাজ হয় না। অনেকটা তড়িঘড়িভাবে মাহমুদের সাথে বিয়ে হয়। দুই পরিবারের ঘনিষ্ট লোকজন ছাড়া বাইরের তেমন কেউ উপস্থিত ছিল না সে অনুষ্ঠানে। সারা পথ চোখের জল ফেলতে ফেলতে শ্বশুর বাড়ি পৌঁছায় রূপা।
দুই পরিবারই শহরের ধনী পরিবারের তালিকাভূক্ত অথচ অনুষ্ঠান এমন সাদামাঠাভাবে করার কারণ হিসাবে জানানো হয়, বিজনেসের কারণে এমনটা করতে হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান মহা ধুমধামে পালন করা হবে।
রূপার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে শুনে রায়হান উম্মাদের মতো হয়ে যায়। সারাক্ষণ চোখের জল ফেলে সবার অগোচরে। মাঝে মাঝে নিয়তিকে দোষারোপ করে, কেন রূপার সাথে তার পরিচয় হলো? কেনইবা তাকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বোনা?
বিয়ের পর প্রকাশ্যে কোন খোঁজ খবর নেয়নি রূপা রায়হানের। হাসেম আলী অবশ্য অন্য লোক মারফত খোঁজ নেয় রায়হানের। স্বামী হিসেবে মাহমুদ খুব ভালো। স্ত্রীর কিসে ভাল- মন্দ হবে সে খোঁজ খবর নেয় সবসময়। চেষ্টা করে রূপা মন জোগাতে। পারে না। সারাক্ষণ মন মরা হয়ে থাকে রূপা। তার মনের ভেতরে রায়হানের জন্যে যে কান্নার ঝড় বয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত তা টের পায় না মাহমুদ।
'আচ্ছা রূপা, এই এক বছরে তোমার মুখে এক ফোঁটাও হাসি দেখিনি। তুমি কী হাসতে জানো না?' মাহমুদের প্রশ্ন।
মাহমুদের এমন কথায় হেসে ওঠে রূপা। মাহমুদ অপলক তাকিয়ে থাকে সেদিকে। এমন মনকাড়া হাসি তার কাছ থেকে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল তার স্ত্রী! যে হাসি মোনালিসাকেও হার মানায়!
'হাসতে জানবো না কেন? তুমি মন দিয়ে দেখো না তাই।' রূপা বলল।
'হয়তো বিয়ের পরে এই প্রথম তোমার মুখে হাসি দেখলাম। আজ আমি হাসতে হাসতে মরতে...'
কথা শেষ হতে না হতেই স্বামীর মুখ চেপে ধরে রূপা। 'অমন কথা বলতে নেই।'
'আচ্ছা বলবো না; এখন বলো, সময় মত খাওয়া দাওয়া করো না নিশ্চয়ই। শরীরের কী হাল হয়েছে দেখেছো? বিয়ের আগে যে শরীর ছিলো তার অর্ধেকও নেই।'
'আমি ঠিকই আছি।'
'ঠিক আছো না ছাই। চোখের নিচে কেমন কালি পড়ে গেছে। সত্যি করে বলোতো, তোমার কী হয়েছে? তুমি কী বিয়ের আগে অন্য কাউকে ভালবাসতে, যার চিন্তায়...।'
'তোমার কাছে লুকাবো না; হ্যাঁ বাসতাম।' রূপা স্বামীর কাছে অকপটে স্বীকার করে তার ফেলে আসা দিনগুলি।
সবকিছু শুনে মাহমুদ বলল, 'তাহলে তাকে বিয়ে না করে আমাকে করলে কেন?'
'বাবা জোর করে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছে, আমি করতে চাইনি।'
'আমাকেতো তুমি বলতে পারতে? আমি নিশ্চয়ই তোমার মনের বিরুদ্ধে কিছুই করতাম না।'
'ভেবেছিলাম তোমাকে বলবো, কিন্তু পারিনি?'
'কেন?'
'তুমি খুব ভালো বলে আমি চাইনি এই ভালো মানুষটার মনকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে।'
'তাই বলে...'
'তুমি এত ভালো কেন মাহমুদ?' রূপা ঝাঁপিয়ে পড়ে মাহমুদের বুকের ওপর।

ছাব্বিশ

জীবন থেকে শিক্ষা আপনা আপনি চলে আসে। কেউ উপলব্ধি করে- কেউ করেনা। কেউ সঠিকটা সেখান থেকে বেছে জীবন চলার পথকে সম্প্রসারিত করে। কেউবা স্রেফ কাকতালীয় বলে নিজের আয়ত্বের সবকিছু জলাঞ্জলি দেয়। রায়হান বিগত দিনের ইতিহাসে পুঁজি করে রাজেশের সাথে তিতলির বিয়ে দিতে মোটেও দেরি করে না। সে চাইনি তার মতো আর কারো মন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাক। সাজানো স্বপ্নগুলো ধুলিস্যাৎ হয়ে যাক চোখের সামনে। রাজেশ আর তিতলির সংসারে আনন্দের বন্যা লেগেই আছে।
দু'জনে মিলে প্রতি শুক্রবারে বেড়াতে আসে রায়হানদের বাড়ি। রাজেশ অনেক বুঝিয়েছে, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর সেসব মনে রেখে কী লাভ। এখন দেখে শুনে একটা বউ ঘরে আন।'
রায়হান বিয়ে করবে না একপ্রকার নিশ্চিত। সে ফেলে আসা স্মৃতিকে বিস্মৃতির অতলে ভাসিয়ে দিতে চায়।
ব্যবসা নিয়ে মহাব্যস্ত এখন। ইচ্ছে করেই তার এই ব্যস্ততা। যাতে মনের ভেতরে নতুন করে কোন ভালবাসা নামক বীজ অঙ্কুরোদগম না হয়। তাইতো কাজের মাঝে ভুলে থাকতে চায় রূপাকে, রূপকথার সময়কে। শত চেষ্টা করেও পারে না। যতই ভুলতে চেষ্টা করে ততই চোখের সামনে ভেসে ওঠে- বোটানিক্যাল গার্ডেনে বসে দু'জনের সেই স্বপ্ন দেখা দিনগুলোর কথা, হাতে হাত দিয়ে শপথ করার কথা, অনুপ্রেরণার কথা।

চলবে...

এক চিলতে রৌদ্দুর

শংকর সাহা

সেদিন স্কুল থেকে তাড়াতাড়িই ফিরেছে তিতলি। সদ্য স্কুলে চাকরি পেয়েছে সে। পড়াশোনা, হাতের কাজ সবেতেই সে দক্ষ কিন্তু দোষ বলতে শুধু তার গায়ের রংটি কালো!
মাথাটি বড্ড ধরেছে বলে সে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। মা ঘরে ঢুকে ডাকাডাকি শুরু করলেন, মা তিতলি, ঘুমাচ্ছিস?
মায়ের ডাকে চোখ খুলে গেল।
-উউ? কী হয়েছে?
ঘুমাচ্ছিস?
ছবিটা একবার দেখ তো মা?
-কিসের?
পাত্র! খুবই ভালো ছেলে। পেশায় সরকারী চাকুরীজীবি মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার দিয়ে বিছানায় উঠে বসলো তিতলি। বললো,
"মা! তুমি এই জন্য আমার ঘুম ভাঙ্গালে? বলছিতো বিয়ে করবো না আমি এখন"
মা অভিমানী মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "এভাবে বললে হবে মা ? বড় হয়েছিস! বিয়ে তো করতেই হবে রে মা।"
-"করবো না করবো না করবো না!"
কথা না বাড়িয়ে মা ছবিটা মেয়ের বালিশের নিচে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।
নির্লিপ্ত চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে সে । চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে তার। মেয়েটার বিয়ের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। বিদ্বেষটা অন্য এক জায়গায়....
তারপর বিছানা থেকে নেমে আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিজেকে বারবার দেখতে থাকে সে। খুব ভালো করে দেখতে থাকে নিজেকে। কালো চেহারায় এবারো হয়তো পাত্রপক্ষ ঘুরে যাবে! বাবা-মাকে আবার কষ্ট পেতে হবে এমনই ভাবতে থাকে সে।
তিতলির জন্য প্রস্তাব আসে। কিন্তু সৌভাগ্য আসে না।ছেলের ছবি হাতে নিয়ে মা বলেন, "এমন শিক্ষিত বড়লোক বাড়ির ঘরের বউ হতে পারলে তোর জীবনটি সার্থক হয়ে যাবে মা .."
তিতলি দরজার আড়াল থেকে সব শুনলো। বাবা চুপচুপ করে মাকে বলছেন, " মেয়েটাকে একটু ভালো মেকআপ করে সাজিয়ে দিও। যাতে কালো রংটি দেখা না যায়".তিতলি তাকালো মার দিকে।
তিতলির ডাকে পেছনে ঘুরে তাকান মা।
"মা, আমাকে কোন শাড়িতে মানাবে ? কমলা না হলুদ! দুটোতেই সুন্দর লাগে রে মা.. মা আমায় একটু ভালো করে সাজিয়ে দেবে!...
মেয়েকে বুকে টেনে নেন মা। । এখন মা -মেয়ে দুজনই কাঁদছে।। সৃষ্টিকর্তার কাছে এভাবেই তারা প্রতিবাদ জানায়।,

ও মেয়ে

সেখ আব্দুল মান্নান

সমাজসেবা করবি বলে এসেছিলিস ও মেয়ে
সমাজটাই হায়না হয়ে এলো তোর জীবনে ধেয়ে!
স্বপ্ন ছিলো আকাশ সমান করবি দুঃস্থ সেবা
ছুঁড়ে ফেলে সব ভেদাভেদ আপন কে পর বা।
নরখাদক কামুকদের তুই হলি ও মেয়ে শিকার
স্বপ্নকে তোর মিটিয়ে দিতে ওরা হলো নির্বিকার।
আকণ্ঠ তোর শরীর সুধা নিঙরে নিয়ে তারা
জীবনটাকেও ছিনিয়ে নিতে হলো আত্মহারা।
সৃষ্টি পাখি অন্ধকারে ঝাপটায় তার ডানা
নতুন ফুল ফুটবে বলে কেউ করে না মানা।
সেই আঁধারই তোর জীবনে আনলে বিভিষিকা
ধর্ষণ আর কর্ষণে তোর নিভলো জীবন শিখা!
দিনের আলোয় তোর মরণ খবর পড়ল ছড়িয়ে
সহানুভূতির ঢাক পিটিয়ে এলো সবাই বেরিয়ে।
এলো জন্মদাতা পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব কত
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এলো আরও শতশত।
সংবাদপত্র টিভির পর্দায় দেখে তোর বিভৎস ছবি
নতুন লেখার মশলা পেলে হরেক লেখক কবি।
বিশ্বজোড়া মুখর হলো তোর মৃত্যু প্রতিবাদে
শিল্পী গণ্যমান্য সমাজসেবী মিলল এক খাদে।
লক্ষ কোটি তোর সাথীরা নিলে রাতের অধিকার
আর কি পাবো তোকে ফিরে হাজার রাতের পর!
তোকে নিয়েও লিখছি মেয়ে মনের আকুলতা
করিস ক্ষমা ওপার থেকে খুলে মনের পাতা।

.....

আমি তোমাকে বলিনি!

মোফাক হোসেন

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকুলে থাকলে
আমি ও .....!
অথচ লজ্জার ছ্যাঁকা খাওয়ার ভয়ে অথবা আবেগে তোমার জন্য আজ
হাজারও গলিত মোমবাতির ভিড়ে....।
তুমি যতই আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলতে থাকবে,
ততই আমার মদের গ্লাস রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে।
আর মদের শরীর তৃপ্তি ভরে উপভোগ করবো।
তাছাড়া তুমি কামনার বস্তু,
তাইতো,পোড়া তোমার ধর্ম সৃষ্টি করেছি!
পোড়ার যে কি যন্ত্রণা ফিরিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করো নি কখনো,
করবেই বা কেন?তোমরা কে তো নারী ছাড়া আজও মানুষ বলিনি।

ছড়া-ছড়ি

আর কতদিন

সুচিত চক্রবর্তী

আর আর কতদিন দেখবো মাগো
তোমার চোখে অশ্রুধারা,
আর কতদিন দেখবো মাগো
নারী হলেই দিশেহারা?
আর কতদিন দেখবো মাগো
প্রতিবাদে কেবল নরম,
আর কতদিন দেখব মাগো
মানুষ হয়েও কোথায় সরম?
আর কতদিন দেখবো মাগো
ঘরবন্দি থাকবে নারী?
আর কতদিন দেখবো মাগো
তোমার মুখটা থাকবে ভারী?
আর কতদিন দেখবো মাগো
পায় না কেন পাপী সাজা?
আর কতদিন দেখব মাগো
রাজা সে তো থাকেই রাজা?
আর কতদিন দেখবো মাগো
মায়ের কোল যে হচ্ছে খালি,
আর কতদিন দেখব মাগো
কেন ওদের মনে কালি?
আর কতদিন দেখবো মাগো
বাঁচার ইচ্ছে হয় না আর,
নারী বলে মূল্যবোধে
হতাশা যে বারবার।

জাগো কবি

আসগার আলি মণ্ডল

জাগো কবি জাগিয়ে তোল
বাগিয়ে ধরে কলম
দুখি রোগের রোগী যারা
পড়বে ক্ষতে মলম।

পায়নি যারা বিচার আজও
ভাবো তাদের কথা
গর্জে উঠুক তোমার কলম
জুড়াক মনের ব্যথা।

ভন্ড যারা এই সমাজের
খাবে হাবু-ডুবু
তোমার কলম পারবে একাজ
হবেই তারা কাবু।

বিদ্রোহী কবি

মোহিত করাতি

চুরুলিয়া গ্রামে আবির্ভূত
বিশ্ব জুড়ে তিনি খ্যাত।
জীবনভর যার সংগ্রাম,
দুখু মিয়া তাঁর নাম।
লেটো দলে তাঁর উন্নতি,
সেনাবাহিনীতেও পদোন্নতি,
সাহিত্য চর্চা ছিলো সঙ্গী,
কারাবন্দী হয়েও থামেনি লেখনী।
ভেদাভেদ হীন তাঁর চিন্তা ধারা
বহু বিবেকে দিয়েছে সাড়া।
সাম্য, মৈত্রীর তাঁর সুরের ধারা
করেছে মানুষকে বাঁধন-হারা।
বজ্র কণ্ঠে তিনি বিদ্রোহী কবি,
কালজয়ী তাঁর সৃষ্ট গীতি,
জনমানসে স্পর্ধা জাগায়,
সত্যের লড়াই করতে শেখায়।
সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল রবি,
বাংলাদেশের তিনি জাতীয় কবি,
কোটি মন করেছেন জয়,
তাঁর স্থান চির অক্ষয়।

দাও হাত বাড়িয়ে

আতিক এ রহিম

ডুবছে বাড়ি ডুবছে পথ
ডুবছে ঘরের চাল
বানের জলে টইটম্বুর
পুকুর, নদী, খাল।
থৈথৈ চারদিকে করে জল
যেদিকে যায় চোখ
দিশেহারা মানুষেরা
আশাহত বাঁধে বুক।
চাল নেই, ডাল নেই
নেই ঘরে রান্না
উজানের পানি নেমে
আসে গাঁয়ে বন্যা।
দল বেঁধে এসে সবাই
দেয় হাত বাড়িয়ে
নেই কোন ভেদাভেদ
আসে সকলে এগিয়ে।

সিনিয়ার সিটিজেন

শীলা সোম

ভীড় বাসেতে ঠেলাঠেলি, আসন পাওয়া দায়,
দাঁড়িয়ে সেথায় এক বৃদ্ধ, রড টি ধরে হায়।
সমুখেই উপবিষ্ট ছেলে, গলা উঁচিয়ে বলে--
সোজা হয়ে দাঁড়ান দাদু, পড়ছেন যে ঢলে।
বয়স আটেরই কোঠায়, ন্যুব্জ হয়েছে দেহ,
হাঁটু দুটো করে টন্ টন্, বুঝবে না যে কেহ।
তবে আর বেরোনো কেন? থাকুন বসে ঘরে
বাইরে বিপদ কত, প্রাণটা যাবে কী বেঘোরে?
মেয়ের অসুখ শুনে আমি দেখতে যাচ্ছি তাই,
বাবা আমি, মন মানেনা শক্তি আমার নাই।
চোখে বহে জলের ধারা, চিন্তিত তিনি বটে,
বয়েস হয়েছে বলেই কী এতো ধিক্কার জোটে!
সুবেশী তরুণী এক, ছেড়ে দেয় আসনখানি-
বলে দাদু এখানে এসে বসুন তো আপনি।
বলেন তিনি, তোমার জায়গা নেবো কী করে?
তুমি যে মহিলা যাত্রী, আসন তোমারই তরে।
সিনিয়ার সিটিজেন, রয়েছে অগ্রাধিকার,
এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না তো আর!
এতদিন কাজ করেছেন, হবে কী সব বৃথা?
দিয়েছেন কত শ্রম, আর কত না অভিজ্ঞতা।
মূল্যহীন নয় আপনি, এ দেশের নাগরিক,
রয়েছে অগ্রাধিকার এই কথাটা ও যে ঠিক।
আপনাদের তরে দেশে আজ হয়েছে আইন,
অমান্য করলে পরে, সবার ই হবে ফাইন।

.....

প্রিয় মেঘ

সোমা মুৎসুদ্দী

প্রিয় মেঘ,
শরৎ বিকেলের মিষ্টি রোদে দেখতে
বেশ লাগে তোমায়।
তুমিতো আমার মতো বিরহী নও
মায়ার আভা ছড়াও সাদা শাড়ির আঁচলে
দূরের পাহাড় ডাকলে কাছে
হেসে বেড়াও, ভেসে বেড়াও
নেচে বেড়াও ধ্রুপদী তালে
আর আমি তখন দূর থেকে কোনও এক মেঘাদূতের
বিরহী বন্দনায় থাকি।

APONZONE, 1 September, 2024, Sunday, Kolkata. Price: 5.00 Page: 8 RNI: WBBEN/2004/14450

রোনাল্ডোকে রেখেই পর্তুগালের দল ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: চাওয়াটা পূর্ণ হলো ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। নেশন্স লিগের দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। তাকে রেখেই দল ঘোষণা করেছেন রবার্তো মার্তিনেজ। নেশন্স লিগের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য আজ ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন পর্তুগাল কোচ। সর্বশেষ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে ফর্মে ছিলেন রোনাল্ডো। অথচ রেকর্ড ৬ বার টুর্নামেন্টে খেলতে নামা 'সিআর সেভেন' চেয়েছিলেন নিজের শেষ মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট রাঙাতে। তবে মাঠে নেমে হতাশাই উপহার দিয়েছেন তিনি। এক গোলও করতে পারেননি ১৪ গোল নিয়ে টুর্নামেন্টটির ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা।
বাজে পারফরম্যান্সের কারণে সমালোচনার মুখে তো পড়েছিলেন সঙ্গে রোনাল্ডোর অবসর নেওয়া উচিত বলে অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞ মতামত দেন। অন্যথা তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত। কারণ বয়সটাও দাঁড়িয়েছে ৩৯ বছরে। তবে রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক ফরোয়ার্ড কিছুদিন আগে পর্তুগালের এক চ্যানেলকে জানান, এখনই অবসর নেবেন না তিনি। জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চান নেশন্স লিগে। পর্তুগালের নাউ চ্যানেলকে তিনি বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে সামনের ম্যাচগুলোয় জাতীয় দলকে সহায়তা করতে চাই। সামনে নেশন্স লিগ আছে এবং সেই টুর্নামেন্টে সত্যি খেলতে চাই।'
দলে রেখে রোনালোদোর সেই চাওয়া যেন পূর্ণ করলেন মার্তিনেজ। অবশ্য আল নাসরের অধিনায়কের বর্তমান ছন্দও তাকে দলে নিতে হয়তো বাধ্য করেছে। নতুন মেসুমে ইতিমধ্যে সৌদি ক্লাবটির হয়ে সব মিলিয়ে চার গোল করেছেন তিনি। এ ছন্দটাই হয়তো নেশন্স লিগে চাচ্ছেন পর্তুগাল কোচ। রোনাল্ডোর জায়গা ধরে রাখার দিনে তিন নতুন মুখকে দলে নিয়েছেন মার্তিনেজ।
সেই তিন নতুন মুখ হচ্ছেন ১৭ বছর বয়সী স্পোর্টিং লিসবনের উইঙ্গার জিওভানি কুয়েন্দা। বাকি দুজন হচ্ছেন চেলসির ডিফেন্ডার রেনাতো ভেইগা এবং লিলের ডিফেন্ডার থিয়াগো সান্তোস। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। আর দ্বিতীয় ম্যাচটি ৮ সেপ্টেম্বর স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। দুটি ম্যাচেই তারা খেলবে ঘরের মাঠ লিসবনে।

পর্তুগালের স্কোয়াড-
গোলরক্ষক : দিয়াগো কস্তা, হোসে সা, রুই সিলভা।
ডিফেন্ডার : রুবেন দিয়াস, আন্তোনিও সিলভা, রেনাতো ভেইগা, গনসালো ইনাসিও, থিয়াগো সান্তোস, দিয়োগো দালত, নুনো মেন্দেস, নেলসন সেমেদো।
মিডফিল্ডার : জোয়াও পালহিনহা, জোয়াও নেভেস, ভিতিনহা, ব্রুনো ফার্নান্দেস, বার্নার্দো সিলভা, রুবেন নেভেস।
ফরোয়ার্ড : জোয়াও ফেলিক্স, ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও, পেদ্রো গনকালভেস, রাফায়েল লিয়াও, জিওভানি কুয়েন্দা, পেদ্রো নেতো, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, দিয়াগো

এগিয়ে থেকেও ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হল মোহনবাগানের

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: প্রথমবার ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। টাইব্রেকারে জয়ের হ্যাটট্রিক হল না মোহনবাগানের। জন আব্রাহামের উপস্থিতি যেন অতিরিক্ত তাগিদ জুগিয়েছিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড ফুটবলারদের। টাইব্রেকারে অনবদ্য জয়। ১৮ নম্বর ট্রফিটি হাতছাড়া হয়ে গেল মোহনবাগানের।
কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল, টাইব্রেকারে জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানে। তাই স্বভাবতই মনে হচ্ছিল যে মোহনবাগান-ই জিতবে নির্ধারিত সময়ে।
২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও নির্ধারিত সময়ে জিততে পারেনি তারা। শেষ দুই ম্যাচের মতো ফাইনালেও মোহন বাগানের ভরসা ছিল বিশাল কাইথের ওপর। কিন্তু টাইব্রেকারে হ্যাটট্রিকের জয়ের হাসি হাসতে পারল না মোহনবাগান। ম্যাচের ১১ মিনিটের মধ্যেই ১-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। বক্সে জার্সি ধরে টানায় আশির আখতার, সাহাল আব্দুল সামাদকে ফাউল করেন। তাই রেফারিও দেরি করেননি ফাউল ও পেনাল্টি দিতে। জাসন কামিংস, মোহনবাগান কে পেনাল্টি থেকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেয়।
উনিশ মিনিটে মোহনবাগান ২-০ -তে লিড নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।
বল নিয়ে বক্সে প্রবেশ করেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। কিন্তু কোচ হোসে মলিনা সহ সমস্ত মোহনবাগান দর্শকের মাথায় হাত, কারণ শটটি একেবারে ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায়।
প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে সেই অনুশোচনা মেটান সাহাল আব্দুল সামাদ।
প্রথমার্ধেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ায় ১৮ নম্বর ট্রফি জয়ের আশা বাড়তে শুরু করেছিল সবুজ মেরুন শিবিরের। দ্বিতীয়ার্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে খেলার রং হঠাৎই বদলে যায়। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচের ৫৬ ও ৫৮ মিনিটে পরপর দুটি গোল করে। তাই ফাইনাল গড়ায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারেই।
টাইব্রেকারে জেসন কামিংসের প্রথম কিক মিস হয়।
নর্থ ইস্ট এর গোল রক্ষক গুরমিত কিন্তু তৃতীয় রাউন্ডের পেনাল্টিতে লিস্টন কোলাসের শট রুখে দেন। পার্থিবের কিক কিন্তু আটকাতে ব্যর্থ হন কাইথ।
ফলে খানিকটা অ্যাডভান্টেজ বেশিই ছিল নর্থ ইস্টের। এমনকি শুভাশিসের কিক-ও বাঁচিয়ে দেন গুরমিত আর এতেই বাজিমাত নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের। ৪-৩ ব্যবধানে রেকর্ড গড়ে জয়ী হলেন তারা।

সেঞ্চুরি করে রেকর্ড গড়লেন পেসার অ্যাটকিনসন

আপনজন ডেস্ক: দুই হাত ভরে গাস অ্যাটকিনসনকে যেন দান করছে ক্রিকেটের তীর্থ ভূমি লর্ডস। টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই বোলিং দিয়ে অনার্স বোর্ডে নাম তুলেছিলেন ইংল্যান্ড পেসার। এবার পুরোদস্তুর ব্যাটার হয়ে লর্ডসে গড়লেন আরেক কীর্তি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৮ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে সেঞ্চুরি করেছেন অ্যাটকিনসন।
ক্যারিয়ারের পঞ্চম টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম সেঞ্চুরি পেলেন তিনি। সেটিও আবার ক্রিকেটের তীর্থ ভূমিতে। অনেক ব্যাটারের কাছে সেঞ্চুরি করা যখন এখানে স্বপ্ন তখন বোলার হয়ে করে দেখালেন ২৬ বছর বয়সী পেসার। সেটিও আবার দলের কঠিন এক মুহূর্তে। ২১৬ রানে ৬ উইকেটে হারিয়ে যখন ইংল্যান্ড ৩০০ রান করতে পারবে কি না, সেই শঙ্কায় ছিল তখন ব্যাটিং নেমে দলকে চিন্তা মুক্ত করেন তিনি। সপ্তম উইকেটে লর্ডসের আরেক সেঞ্চুরিয়ান জো রুটের সঙ্গে ৯২ রানের জুটি গড়ে।
ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ ৩৩ সেঞ্চুরি করা অ্যালিস্টার কুকের রেকর্ড স্পর্শ করা রুট যখন ১৪৩ রানে আউট হন তখনই দলের স্কোর দাঁড়ায় ৩০৮ রান। আজ অ্যাটকিনসন নিজের ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিতে দলকে প্রথম ইনিংসে ৪২৮ রান এনে দেন।
ওয়ানডে স্টাইলে ব্যাটিং করে ১১৫ বলে ১১৮ রানে থামেন অ্যাটকিনসন। ইনিংসটি সাজান ১৪ চার ও ৪ ছক্কায়। সেঞ্চুরিটাও পূর্ণ করেন দেখার মতো। যখন অনেকে সেঞ্চুরির কাছাকাছি এসে তিন অঙ্ক স্পর্শ করতে দেখে শুনে খেলেন তখন ৯৩তম ওভারে লাহিরু কুমারাকে দুই চার মেরে সেঞ্চুরি করেন ইংল্যান্ড পেসার। ওই ওভারের শেষ বলে পরে আরেকটি চার মারেন।
অভিষেক সেঞ্চুরি করার পরেই দুই হাত শূন্য উঠিয়ে উদযাপন শুরু করে দেন তিনি। এই সেঞ্চুরিতে লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম তো তুলেছেন সঙ্গে একটা কীর্তিও গড়েছেন।
বিশ্বের ষষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে লর্ডসে অনন্য এক রেকর্ড গড়েছেন। লর্ডসে সেঞ্চুরি করার সঙ্গে ইনিংসে ৫ উইকেট এবং ম্যাচে ১০ উইকেট নেওয়ার কীর্তি। তার আগে এই কীর্তি ছিল গ্যাবি অ্যালেন, কেইথ মিলার, স্টুয়ার্ট ব্রড, ক্রিস ওকস ও ইয়ান বোথামের। এবার সেই কীর্তি গড়লেন পেসার অ্যাটকিনসন। আন্তর্জাতিক তো অবশ্যই স্বীকৃত ক্যারিয়ারেই তার সর্বোচ্চ ইনিংস এখন ১১৮। আগের সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৯১ রান।
১০৩ বলে সেঞ্চুরি করা অ্যাটকিনসন এর আগে টেস্ট ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন লর্ডসেই। অভিষেক টেস্ট খেলতে নেমেই ৭ উইকেট নেন ইংল্যান্ডের পেসার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসেই আবার নেন ৫ উইকেট। স্বপ্নের এক শুরু পেয়েছিলেন বোলিংয়ে। এবার সেই লর্ডসেই ব্যাটিংটা রাঙালেন সেঞ্চুরি দিয়ে।

শেষ ২ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে দলকে হারালেন আমির

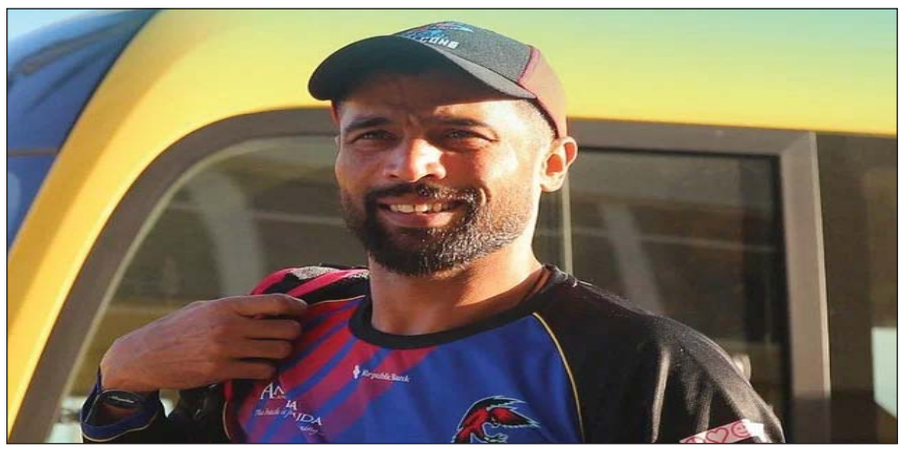

আপনজন ডেস্ক: অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের অধিনায়ক ক্রিস গ্রিন বোধ হয় সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন! সিপিএলে তাঁর দলের বিপক্ষে ম্যাচ জিততে শেষ ওভারে ১৬ রান দরকার ছিল গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের। গ্রিন শেষ ওভারটায় বল তুলে দেন অভিজ্ঞ পেসার মোহাম্মদ আমিরের হাতে। তিনি কী আর জানতেন, আগের ওভারের মতো এই ওভারেও আমির ১৮ রান দেবেন । প্রথম ৪ বলে ৮ রান দেওয়া আমিরের শেষ দুই বলে গায়ানাকে করতে হতো ৮ রান। পাকিস্তানি পেসার আমির দুটো বলই করলেন ওয়াইড লাইনে, ফুল লেংথে। তাতে গায়ানা অলরাউন্ডার ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস ওভারের পঞ্চম বলে পয়েন্ট দিয়ে ৪ মারার পর শেষ বলে ছক্কা মেরেছেন লং অনের ওপর দিয়ে। শুধু এই ওভারে নয়, নিজের তৃতীয় ও দলের ১৮তম ওভারেও ১৮ রান দিয়েছেন আমির। ৩ ওভারে ৪৭ রান প্রয়োজন এমন সমীকরণে বোলিং করতে এসে রোমারিও শেফার্ডের সামনে দুটি ছক্কা হজম করেন।
পরের ওভারে শেফার্ডকে আউট করে অ্যান্টিগার ম্যাচটা হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছিলেন শামার স্প্রিঙ্গার। শেফার্ড যখন আউট হন, তখনো গায়ানার প্রয়োজন ছিল ৯ বলে ২২ রান। আমিরের সামনে তাই আগের ওভারের 'দুঃখ' ভোলার সুযোগ ছিল। তবে তিনি সেটা পারেননি। আমির অবশ্য নিজের প্রথম দুই ওভারে রান দিয়েছিলেন মাত্র ৩।
অ্যান্টিগার একাদশে আমির ও স্প্রিঙ্গার ছাড়া বোলার ছিলেন গ্রিন, ইমাদ ওয়াসিম ও ফ্যাবিয়ান অ্যালেন। ইমাদ ও অ্যালেনের ওভার আগেই শেষ করা গ্রিন নিজ স্পেল শেষ করেছিলেন ইনিংসের ১৬তম ওভারে। শেষ দিন ওভারে একটি ওভার ছিল স্প্রিঙ্গারের, দুটি আমিরের। অর্থাৎ আমির জন্যও ডেথ ওভারে কাজটা ঠিক করে রেখেছিলেন গ্রিন।
এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচ হারল অ্যান্টিগা। প্রথম ম্যাচটিতেও শেষ বলে গিয়ে হেরেছিল অ্যান্টিগা। সেদিন অবশ্য এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়নি। গত ২৮ আগস্টের সে ম্যাচে অ্যান্টিগার বিপক্ষে সেন্ট কিটসের শেষ বলে প্রয়োজন ছিল ১ রান।
খরুচে আমির অবশ্য গ্রিনকে পাশে পাচ্ছেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক। দুটি ম্যাচই শেষ ওভারে গেল। দুই ম্যাচ থেকে আমরা এক পয়েন্টও পাইনি। এই ম্যাচগুলোকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আগে। আমরা যেভাবে লড়াই করেছি, তাতে আমি গর্বিত। আমির বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলার। যখন আপনি কঠিন ওভারগুলো করবেন, মাঝেমধ্যে আপনি মানুষ হিসেবে ধরা দেবেন। এখান থেকে আমাদের সামনে এগোতে হবে।'

কুককে ছাড়িয়ে গেলেন রুট, লর্ডসে জয় দেখছে ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: বিরাট কোহলি, কেইন উইলিয়ামসন আর স্টিভ স্মিথ–সমকালীন টেস্ট গ্রেটদের তালিকায় এঁদের সঙ্গেই রাখা হয় জো রুটকে। কিন্তু বাকি তিনজনের টেস্টে জোড়া সেঞ্চুরি থাকলে রুটের এত দিন ছিলই না। আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লর্ডস টেস্টের তৃতীয় দিনে সেই অপূর্ণতাই ঘুচিয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক। প্রথম ইনিংসে ১৪৩ রান করা রুট দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেছেন ১০৩ রানের অনবদ্য ইনিংস। তাতে জোড়া সেঞ্চুরির আক্ষেপ তো মিটেছেই, সেই সঙ্গে অ্যালিস্টার কুককে ছাড়িয়ে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৩৪ সেঞ্চুরির মালিকও হয়ে গেছেন। রুটের রেকর্ডের দিনে লর্ডস টেস্টের জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছে ইংল্যান্ডও। শ্রীলঙ্কা চতুর্থ ইনিংসে ৪৮৩ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৫৩ রানে দুই উইকেট হারিয়ে ফেলেছে।
আগামীকাল চতুর্থ দিনে শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য দরকার ৪৩০ রান, ইংল্যান্ডের ৮ উইকেট।
ইংল্যান্ড যে শ্রীলঙ্কাকে বড় রানের লক্ষ্য দিতে যাচ্ছে, সেটি বোঝা গিয়েছিল দ্বিতীয় দিন শেষেই। তখনই দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ২৫ রান তুলে স্বাগতিকেরা লিড বাড়িয়ে রেখেছিল ২৫৬ রানের। আজ ম্যাচের তৃতীয় দিনে আরও ৪৮ ওভার ব্যাটিং করে ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে তুলেছে মোট ২৫১ রান। এর মধ্যে রুটের একার অবদানই ১২১ বলে ১০৩। এটি টেস্টে তাঁর ৩৪তম আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০তম সেঞ্চুরি।

রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলের ক্যারিয়ারে নতুন অধ্যায়

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিপক্ষে একাধিক সংস্করণের সিরিজ সামনে রেখে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ঘোষিত স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সামিত দ্রাবিড়। আজ ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এই প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক পেলেন ১৮ বছর ২৯৫ দিন বয়সী সামিত। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে খেলবে দুই দেশের বয়সভিত্তিক দল দুটি।
রাহুল দ্রাবিড়কে আলাদা করে পরিচয় না করিয়ে দিলেও চলে। ক্রিকেট ইতিহাসে শুদ্ধতম ব্যাটসম্যানদের একজন। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বল খেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটে 'দ্য ওয়াল' নামে খ্যাতি পাওয়া এই কিংবদন্তি। কোচ হিসেবে ভারতকে জিতিয়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। ভারতের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের ছেলে সামিত অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সাদা ও লাল বল–দুই সংস্করণের স্কোয়াডেই ডাক পেয়েছেন।

আজ বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১৩৩ তম ডুরান্ড কাপের ফাইনালে বিজয়ী নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড দলের সঙ্গে মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস,নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কর্ণধার তথা বলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা জন আব্রাহাম, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান ও চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত সরকারি রেজিস্ট্রেশন করুন
ট্রাস্ট. সোসাইটি. ফাউন্ডেশন. মসজিদ.. মাদ্রাসা. ঈদগা. অর্গানাইজেশন. সংগঠন. সমিতি. কমিটি. ইউনিয়ান. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান. কেজি স্কুল. মিশন. লাইব্রেরী. মক্তব. কোচিং. ক্লাব. কম্পিউটার সেন্টার. NGO. রেজিস্ট্রেশন করা হয়।
হাফেজ আসরাফুল আকুঞ্জী Mob : 8017878871
সম্পাদক-সুন্দরবন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
রেজিঃ নং-IV190300893
সম্পাদক-সন্দেশখালি জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দ.
সম্পাদক-সোনার বাংলা নিউজ ১০০
ক্যাশিয়ার-জামিয়া মাহাদুল কুরআন.
(অফিস- A.R.A.)
কর্পোরেট অফিস-উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, কোচবিহার

সায়নীর আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল জয়, সপ্তসিন্ধু জয় করতে দুটি সিন্ধু বাকি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন ডেস্ক: সায়নী দাস, কালনার প্রতিভাবান সাঁতারু, সম্প্রতি আয়ারল্যান্ডের নর্থ চ্যানেল জয় করেছেন, যা তার সপ্তসিন্ধু জয়ের অভিযানের পঞ্চম চ্যানেল। ১৩ ঘণ্টা ২২ মিনিটের মধ্যে বরফঠান্ডা জল, দমকা হাওয়া এবং শক্তিশালী স্রোতের মধ্যে এই সাঁতার সম্পন্ন করে তিনি ভারত ও এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা হিসেবে নর্থ চ্যানেল জয় করেছেন। শুক্রবার, স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে সাতটা (ভারতীয় সময় সাড়ে এগারোটা), সায়নী নর্থ চ্যানেলের বরফঠান্ডা জলে ঝাঁপ দেন। তিনি তার বাবা রাধেশ্যাম দাস, মা রূপালী দাস এবং কোচের সঙ্গে এক মাস আগে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে পৌঁছান, যাতে সেখানকার কঠিন আবহাওয়া এবং জলপ্রবাহের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। জয়ের পর ভারতের জাতীয় পতাকা তাঁর পাশে থাকা বোটে উড়তে দেখা যায়।
এই সাফল্য সায়নীকে আরও দুইটি চ্যানেল জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যা তাকে সপ্তসিন্ধু জয়ের পূর্ণাঙ্গ বিজেতা করে তুলবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ
সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলুন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী এলাকার সকল নাগরিক বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে পতঙ্গবাহিত রোগ বিশেষত ডেঙ্গু রোগ থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মেনে চলার অনুরোধ জানাই।
বাড়িতে খোলা জলের ট্যাঙ্ক, জল ভরা চৌবাচ্চা, অন্যবহৃত পাতকুয়ো ঢেকে রাখতে হবে।
ঘরের ভিতরে ফ্রিজের পিছনে, এসি মেশিনে, ফুলের টবে, ফুলদানিতে, ঠাকুরের ঘটে, খোলা পাত্রে জল জমে আছে কিনা নজর রাখতে হবে।
ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে।
গা, হাত-পা ঢাকা জামা কাপড় ব্যবহার করতে হবে।
মশা বিতরক তেল ও ধূপ ব্যবহার করতে পারেন।
যদি জ্বর হয় সত্তর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
জ্বর হলে শুধু প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সাথে প্রচুর পরিমাণে জল / ও.আর.এস পান করতে হবে।
যত্রতত্র আবর্জনা ও প্লাস্টিক ফেলবেন না।
'স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক প্রচারিত'

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলি
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আশরাফুল মোল্লাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
শেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
শেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা (M- CAT) পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
ফর্ম দেওয়া ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫/০৯/২০২৪
পরীক্ষার তারিখ - ২৯/০৯/২০২৪ রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
Email id - nababiamission786@gmail
Mob. 9732381000, 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**